জৈববৈচিত্র্য আইন, ২০০২

এবং

জৈববৈচিত্র্য নিয়মাবলী, ২০০৪

জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

ভারত

কপি রাইটঃ জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

এই প্রকাশনায় ভারত সরকার প্রনীত জৈব বৈচিত্র্য আইন ২০০২ এবং জৈব বৈচিত্র্য নিয়মাবলী ২০০৪ সন্নিহিত হয়েছে। জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনা শিক্ষামূলক এবং অ-লাভজনক কাজে পুনঃ প্রকাশ করা যাবে। জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নমুনাস্বরূপ এই প্রকাশনার একটি সংখ্যা পেলে বাধিত হবে।

এই প্রকাশনা উল্লেখ করতে হলে নিম্নলিখিত ভাবে করতে হবেঃ

জৈব বৈচিত্র্য আইন ২০০২ এবং জৈব বৈচিত্র্য নিয়মাবলী ২০০৪, জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (২০০৪), ৫৭ পৃষ্ঠা।

বিশদ জানতে হলে যোগাযোগ করুন

চেয়ারপারসন
জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ
475, 9th সাউথ ক্রশ স্ট্রীট
কাপালিশ্বর নগর
নিলাঙ্গারাই
চেন্নাই 600 041

মুদ্রকঃ
ফ্রন্টলাইন অফসেট প্রিন্টার্স
26, নিউ স্ট্রীট, লয়েডস্ রোড
ট্রিপলিকেন
চেন্নাই 600 005
ফোন - 28470052

এ. রাজা

মন্ত্রী

পরিবেশ ও বন দপ্তর, ভারত সরকার

পর্যাবরন ভবন

সি.জি.ও কমপ্লেক্স, নয়া দিল্লী 110 003

প্রাক কথন

অপসৃয়মান জৈব বৈচিত্রের সংকটের কারণে ১৯৯২ সালে 'জৈব বৈচিত্র্য কনভেনশন' তৈরী হয়। ঐ কনভেনসনে এই প্রথম জৈব বৈচিত্র্যের ওপরে দেশগুলির সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে জাতীয় আইন সাপেক্ষে পরিবেশের সামঞ্জস্য বজায় রেখেই জৈব সমপদ প্রাপ্তির অধিকার দেওয়া হবে। এ কাজ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, স্থানীয় অধিবাসীদের পরমপরালব্ধ জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং লাভের সমবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে করা যাবে।

জৈব বৈচিত্র্য কনভেনসনের সূত্র ধরে ভারত একটি জৈব বৈচিত্র্য আইন 2002 (2003 এর 18 নং) প্রনয়ন করেছে এবং সেই সমপর্কে জৈব বৈচিত্র্য নিয়মাবলী 2004 প্রকাশ করেছে। মূলতঃ এটির লক্ষ্য জৈব কারিগরী কাজে জৈব সমপদের ব্যাপক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রন করা। এই আইন ও নিয়মাবলী কেন্দ্রীয়, রাজ্য সরকার, বেসরকারী সংস্থা এবং সাধারন মানুষকে পথ নির্দেশ করবে এবং তা মেনে চলতে সাহায্য ক রবে। আমি নিশ্চিত যে জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত এই পুস্তিকাটিতে যে জৈব বৈচিত্র্য আইন এবং নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছে তা আইনের প্রয়োগে এবং জৈব সমপদ প্রাপ্তির কাজে সাহায্য করবে।

একই সাথে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে এই আইন জৈব কারিগরী প্রসারে এবং টেঁকসই আর্থিক উন্নয়নের কাজে বাঁধার সৃষ্টি করবে না । জৈব বৈচিত্র্য কনভেনসনের পথ নির্দেশেই এই আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তার সঠিক ও টেঁকসই ব্যবহার।

এটা অনস্বীকার্য যে ভারত একটি জৈব সমপদে ধনী দেশ হিসাবে স্বীকৃত এবং এই সমপদের সঠিক ব্যবহারের জন্য যথার্থ নীতি, কার্যক্রম এবং নিয়মাবলী প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রকাশনাটি নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। এই পৃথিবীতে ভালভাবে বাঁচার প্রয়াসে যে সব মানুষ জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেষ্ট তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

স্বাক্ষর

22 সেপ্টেম্বর, 2004

এ. রাজা

মুখবন্ধ

যারা প্রাণের পরশ পেয়েছে তাদের সবাইকে নিয়েই পৃথিবীর জৈব বৈচিত্র্যের জগৎ। ভারতবর্ষ বিশ্বের 12টি জৈব বৈচিত্র্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলির অন্যতম। ভারত বিশ্বের মাত্র 2.5 শতাংশ ভূখন্ডের অধিকারী হলেও এখানে বিশ্বের 7.8 শতাংশ প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়। গ্রন্থিত ও মৌখিকভাবে প্রচলিত, পরমপরালব্ধ ও দেশীয় জ্ঞানে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি দেশ।

1992 সালের জৈব বৈচিত্র কনভেনশনে ভারতবর্ষ একটি সদস্য দেশ হিসাবে অংশগ্রহন করেছিল। এই কনভেনশনের 3 এবং 15 ধারা অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের নিজ নিজ জৈব সমপদের ওপর সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলি জাতীয় আইন মেনে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ামূলক চুক্তির ভিত্তিতে জৈব সমপদ প্রাপ্তি ও সদব্যবহার করবে। জৈব বৈচিত্র্য কনভেনশনের ৪(j) ধারা জৈব সমপদের সংরক্ষণ এবং তার টেঁকসই ব্যবহারে স্থানীয় ও আদিবাসী মানুষের ভূমিকা স্বীকার করেছে। জৈব সমপদের জ্ঞান, ব্যবহার এবং উদ্ভাবনজাত লাভের সমবন্টন এই কনভেনশনের দ্বারা সুনিশ্চিত হয়েছে।

বহু বিষয় সমন্বিত জৈব বৈচিত্র্য বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যবহার হতে পারে। জৈব বৈচিত্র্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে - কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় স্বায়িত্ব শাসিত সংগঠন সমূহের প্রতিষ্ঠান গুলি, শিল্প ইত্যাদি। কনভেনশন অনুযায়ী লাভের সমবন্টন সুনিশ্চিত করা এখন ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রধান দায়বদ্ধতা ।

বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক পর্যালোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার জৈব বৈচিত্র্য আইন 2002 প্রনয়ন করেন। এই আইনের বৈশিষ্ট গুলি হল - (i) জৈব সমপদ ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ব্যবহারজাত লাভের সমবন্টনের জন্য তার প্রাপ্তির নিয়ন্ত্রন, (ii) জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও তার টেঁকসই ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, (iii) স্থানীয় মানুষের জৈব বৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের স্বীকৃতি ও তার সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা, (iv) স্থানীয় মানুষ যারা জৈব সমপদের সংরক্ষণ করেছেন এবং যাদের আরব্ধ জ্ঞান এবং তথ্য জৈব সমপদ ব্যবহারে কাজে লাগতে পারে তাদের সাথে লাভের সমবন্টন সুনিশ্চিত করা, (v) জৈব সমপদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে ঐতিহ্যমূলক স্থান হিসাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা, (vi) লুপ্তপ্রায় প্রজাতি গুলির সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, (vii) বিভিন্ন কমিটি গঠন করে রাজ্য সরকারের প্রতিষ্ঠান গুলির জৈব বৈচিত্র্য আইনের প্রয়োগে অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করা।

আইন ও বিচার মন্ত্রক

(বিধান বিভাগ)

নয়া দিল্লী, 5 ফেব্রুয়ারী 2003 / ১৬ই মাঘ, ১৯২৪ শকাব্দ

ভারতীয় সংসদ কর্তৃক জারী করা নিম্নলিখিত বিধিনিয়ম, যা 5 ফেব্রুয়ারী, 2003 তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটি সর্বসাধাণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হল।

জৈববৈচিত্র্য আইন, 2002

2003 এর 18 নং

(5 ফেব্রুয়ারী, 2003)

জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জৈব সমপদের বা তার অংশবিশেষের টেঁকসই ব্যবহার এবং জৈব সমপদ বা তার অংশবিশেষের ব্যবহারজনিত সুবিধা এবং তার চর্চার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের সুষ্ঠ ও নায্য অধিকার ও সুবিধা বন্টনের জন্যে এই আইনটি তৈরী করা হয়েছে।

যেহেতু ভারতবর্ষ জৈব সমপদের বৈচিত্র্যে, বিভিন্নতায় ঐতিহ্যগত ভাবে এবং সামপ্রতিক জ্ঞানপ্রাচুর্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ;

এবং যেহেতু ভারতবর্ষ 5 জুন , 1992 সালে রিও ডি জানেরিওতে জৈব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত আর্ন্তাজিক কন্‌-ভেন্‌-শনের ঘোষণাপত্রে একটি সাক্ষরকারী দেশ;

এবং যেহেতু উক্ত আর্ন্তজাতিক কন্‌-ভেন্‌-শনের শর্তাবলী 29 ডিসেম্বর, 1993 তারিখ হইতে বলবৎ হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত আর্ন্তজাতিক অধিবেশন (বা কন্‌-ভেন্‌-শনের) প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ জৈব সমপদের উপর সার্ব্বভৌম অধিকার নতুন করে স্বীকার করে নিয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত আর্ন্তজাতিক অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জৈব সমপদের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জৈব সমপদের টেঁকসই ব্যবহার এবং জৈব সমপদ বা তার জিনগত বৈশিষ্ট থেকে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবহার জনিত লাভের ন্যায়সঙ্গত সুষম বন্টন;

এবং যেহেতু উপরিউক্ত অধিবেশনটির উদ্দেশ্যগুলির কার্যকরী করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছে;

এতদ্বারা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের 53 তম বর্ষে মহামান্য সংসদ কর্তৃক নিম্নলিখিত আইন জারী করা হ'ল।

।। প্রথম অধ্যায় ।।

-: প্রারম্ভিক :-

1. **সংক্ষিপ্ত নাম, প্রযোজ্য ক্ষেত্র ও বলবৎ করার সময়**

(1) এই আইনটিকে জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002 বলা হবে।

(2) ত্রটি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য।

(3) এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হতেই বলবৎ হবে, যদিও এই আইনের অন্তর্গত বিভিন্ন উপধারার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বলবৎ হবার তারিখ যা স্থির হবে, সেটাই ধরা হবে।

2. **সংজ্ঞা**

বিস্তারিত বর্ণনায় যদি না অন্যরূপ বলা থাকে তবে ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল :

(ক) **'বেনিফিট ক্লেইমারস'** (সুবিধার দাবীদার) কথাটির সংজ্ঞা হল সে সকল ব্যক্তি যাঁরা জৈব সমপদের সংরক্ষণ করেছেন, ঐ জৈবসমপদের থেকে তৈরী বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করেছেন এবং প্রস্তুতপ্রণালী বা তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বা তার ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানী ও জৈববস্তুজাত উদ্ভাবন ও ব্যবহার সমপর্কে অবহিত;

(খ) **'জৈব-বৈচিত্র'** কথাটির অর্থ হল সকল জীবিত প্রাণসমপদ ও তার সকল প্রকারভেদ যা কিছু সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অঙ্গ এবং তার মধ্যে প্রজাতিগত বিভিন্নতা, প্রকারগত বিভিন্নতা এবং পরিবেশগত বিভিন্নতাও ধরা হয়।

(গ) **'জৈব সমপদ'** হল উদ্ভিদ্, প্রাণী এবং জীবাণুসমূহ বা তার অংশবিশেষ, তাদের জিন্‌গত বৈশিষ্ট এবং উপজাত সামগ্রী (মূল্যযুক্ত প্রস্তুত সামগ্রী বাদে) যার প্রকৃত অথবা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বা মূল্য আছে ; কিন্তু মানুষের জিন্‌গত বৈশিষ্ট বোঝাবে না।

(ঘ) **'জৈব-সমীক্ষা এবং জৈব ব্যবহার'** হল জৈব-সমপদের যে কোন অংশবিশেষের বা তা থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর সমীক্ষা ও সংগ্রহ এবং বৈশিষ্ট নির্ধারণ, আবিষ্কার ও বিশ্লেষণের জন্য জৈব-সমপদের (প্রজাতি, উপ-প্রজাতিগত বা জিন) ব্যবহার ;

(ঙ) **'চেয়ারপারসন'** হলেন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের প্রধান বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রধান;

(চ) **'বাণিজ্যিক ব্যবহার'**এর অর্থ, ঔষধশিল্প, শিল্পে ব্যবহৃত উৎসেচক (এন্‌জাইম), খাদ্যে

ব্যবহৃত সুগন্ধি, , প্রসাধন শিল্প, ইমালসান (তেল-জল মিশ্রণ) প্রস্তুতির দ্রব্য, ওলিওরেসিন, রঙ্, নির্যাস ইত্যাদির জন্য জৈব-সমপদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও জিন্ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট উন্নত প্রজাতির শষ্য এবং প্রাণী । কিন্তু যেসব কৃষিজ, প্রাণীজ, ফল বা বাগিচা চাষ, মুরগী পালন, গো-পালন বা প্রাণী সমপদ উন্নয়ন ও মৌ-পালন প্রকল্পে প্রচলিত পদ্ধতির ব্যবহার হয় সেগুলি এর অন্তর্গত হবে না।

(ছ) **'ন্যায্য ও সুষম সুবিধা বন্টন'** বলতে বোঝায় সেই সব সুবিধা যা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের মতে (ধারা 21 অনুযায়ী) বন্টনযোগ্য বলে নির্ধারিত হবে।

(জ) **'আঞ্চলিক সংস্থা'** বলতে ভারতীয় সংবিধানের 243 B (1) এবং 243 Q (1) ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিকে বোঝায়। যেখানে পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি নেই সেখানে ভারতীয় সংবিধানের যেকোন ধারা অথবা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী যেকোন আইন অনুযায়ী যে সরকারী প্রশাসন আছে তাকে বোঝায়।

(ঝ) **'সভ্য'** অর্থাৎ জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের যেকোন একজন সদস্য যা ঐ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদের প্রধান-কেও বোঝায়।

(ঞ) **'জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ'** অর্থাৎ এই আইনের ৪ ধারা মতে স্থাপিত 'জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ'।

(ট) **'ব্যবস্থা গৃহীত'** অর্থাৎ এই আইনের 1 ধারা মতে যে নিয়ম বা ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে;

(ঠ) **'নিয়মাবলী'** অর্থাৎ এই আইনে যে সব নিয়মের কথা বলা হয়েছে ;

(ড) **'গবেষণা'** মানে জৈব সমপদের অনুসন্ধান অথবা কারিগরী প্রয়োগদ্বারা জৈব সমপদ বা অংশ থেকে কোন উতপাদিত সামগ্রী বা তা তৈরী পদ্ধতির খোঁজ করা ;

(ঢ) **'রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ'** অর্থাৎ এই আইনের 22 ধারা অনুযায়ী স্থাপিত 'রাজ্য স্তরের জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ';

(ণ) **'টেঁকসই ব্যবহার'** কথাটির অর্থ হল জৈববৈচিত্র্যর উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রত ব্যবহার করা যাতে তা ক্রমশ হারিয়ে না যায় বা তার অবলুপ্তি না ঘটে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্ম তার ফল ভোগ করতে পারে।

(ত) **'মূল্যযুক্ত উৎপাদিত সামগ্রী'** মানে প্রাণীজ বা উদ্ভিদ্জ কোন অংশ বা নির্যাস দিয়ে তৈরী সামগ্রী যা থেকে প্রাণীজ বা উদ্ভিদ্জ অংশটিকে চেনা বা আলাদা করা যাবে না ;

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

জৈববৈচিত্র্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জৈববৈচিত্র্য বিষয়ক কাজকর্মকে বেআইনী ঘোষণা।

3. (1) নিম্নলিখিত (2) উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভারবর্ষের কোন জৈব সমপদ বা তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান, জৈব সমপদ বিষয়ে গবেষণা, বাণিজ্যক ব্যবহার, জৈব সমপদ বা সমপদজাত বস্তুর ব্যবহার বিষয়ে সমীক্ষা করতে হলে ভারতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিতে হবে।

(2) যে সমস্ত ব্যক্তিদের উপরোক্ত (1) উপধারায় বর্ণিত জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক, তারা হলেন -

1961 এর 43 (ক) ভারতবর্ষের নাগরিক নন এমন ব্যক্তি;

(খ) ভারতের আয়কর আইনের (1961) সেকশন 2 এর (30) ধারা অনুযায়ী যে সব ব্যক্তি ভারতবর্ষের নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বসবাস করেন না ;

(গ) সেসব বাণিজ্যিক (করপোরেট) সংস্থা, এসোশিয়েশন (সম্মেলন) বা সংগঠন -

(i) যারা ভারতবর্ষে পঞ্জীকৃত বা নথিভুক্ত নন,

(ii) ভারতীয় আইনে সাময়িক ভাবে নথিভুক্ত বা পঞ্জীভূক্ত সংস্থার মূলধনে বা ব্যবস্থাপনায় যদি অ-ভারতীয় অংশীদার থাকেন;

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে গবেষণালব্ধ ফলাফল জানানো যাবে না।

4. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি ছাড়া ভারতের জৈব সমপদ থেকে গবেষণা লব্ধ ফলাফল আর্থিক বা অন্য কারণে নিম্ন বর্নিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেওয়া যাবে না :

1961 এর 43 (ক) ভারতবর্ষের নাগরিক নন এমন ব্যক্তি;

(খ) ভারতের আয়কর আইনের (1961) সেকশন 2 এর (30) ধারা অনুযায়ী যে সব ব্যক্তি ভারতবর্ষের নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বসবাস করেন না ;

(গ) সেসব বাণিজ্যিক (করপোরেট) সংস্থা, এসোশিয়েশন (সম্মেলন) বা সংগঠন -

(i) যারা ভারতবর্ষে পঞ্জীকৃত বা নথিভুক্ত নন,

(ii) সংস্থার মূলধনে বা ব্যবস্থাপনায় যদি অ-ভারতীয় অংশীদার থাকেন;

ব্যাখ্যা - এই অংশের জন্য, 'হস্তান্তর' বলতে গবেষণাপত্র প্রকাশ বা কর্মশালায় ও আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ বোঝাবে না, যদি সেই গবেষণা পত্রিকা বা সেমিনার-কর্মশালা ভারত সরকারের নির্দেশ মেনে তা প্রকাশিত বা সংগঠিত হয়।

3 নং ও 4 নং ধারা কিছু সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

5. (1) ভারত সরকার সমর্থিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্যান্য দেশের ঐ রূপ প্রতিষ্ঠানের সহ উদ্যোগে জৈব সমপদ বা জৈব সমপদ বিষয়ক গবেষণার তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে ধারা 3 ও 4 প্রযুক্ত হবে না যদি তা নিম্নলিকিত উপ-ধারা (3) -এর শর্ত্ত মেনে চলে।

(2) উপ ধারা (1) -এ বর্ণিত সকল সহযোগিতা মূলক গবেষণা প্রকল্প ছাড়া অন্য সব সহযোগিতা মূলক গবেষণা প্রকল্প, যদি এই বর্ত্তমান আইন জারী হবার আগে শুরু হয়ে চলতে থাকে অথচ তা যদি এই বর্ত্তমান আইনের উপধারা (3) - (ক) ভঙ্গ করে তবে তা অবিলম্বে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(3) উপধারা (1)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সহযোগিতা মূলক গবেষণা প্রকল্প -

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে যে নীতি অনুযায়ী হবে।

(খ) প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত মেধা-সমপদ -এর অধিকার বিষয়ে কোন আবেদন করা যাবে না

6. (1) জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমোদন ছাড়া কোনও ব্যক্তি ভারতের জৈব সমপদের ব্যবহার করে কোন উদ্ভাবনের জন্য ভারতে বা ভারতের বাইরে মেধাস্বত্বের আবেদন করতে পারবেন না।

যদি কোন ব্যক্তি পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন, তবে সেই আবেদন গ্রাহ্য হবার পরেও জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আগে হওয়া প্রয়োজন।

আরও শর্ত হল যে, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে এই জাতীয় আবেদন প্রাপ্তি স্বীকারের পরবর্ত্তী দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

(2) এই ধারা মতে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ যখন কোন আবেদন মঞ্জুর করবে, তখন সুবিধা বন্টনের জন্য অর্থ অথবা রয়াল্টী অথবা উভয়ই অথবা বাণিজ্যিক ব্যবহারজাত আর্থিক লাভের অংশ বন্টনের শর্ত আরোপ করতে পারবে।

(3) ভারতের লোকসভায় গৃহীত উদ্ভিদের জাত সংক্রান্ত সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি অধিকারের আবেদন করেন তবে এই পরিচ্ছদে গৃহীত নিয়মাবলী সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না ।

(4) অনুচ্ছেদ (3) -এ বর্ণিত কোনও অধিকার যদি কাউকে অনুমোদন করাও হয় তবে অনুমোদনকারীকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন পত্রের প্রতিলিপিপাঠাতে হবে।

জৈব সমপদের কিছু নির্দিষ্ট ব্যবহার রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের আগাম সম্মতির প্রয়োজন

7. ভারতের কোন নাগরিক বা করপোরেট কর্তৃপক্ষ বা সম্মেলন বা সংগঠন, যা ভারতে নথিভুক্ত বা পঞ্জীকৃত, রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে আগাম না জানিয়ে জৈব সমপদের বাণিজ্যিক ব্যবহার বা বাণিজ্যিক ব্যবহার জন্য জৈব সমীক্ষা করতে পারবে না।

জৈব সমপদ প্রাপ্তিস্থানের মানুষ, উৎপাদক শ্রেনী, কৃষিজীবি, বৈদ্য এবং হাকিম, যারা জড়িবুটিদ্বারা দ্বারা চিকিৎসা করেন তাদের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের ধারা প্রযোজ্য নয়।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের স্থাপনা

৪. (1) এই আইন বলে ও এই আইনের প্রয়োগ-এর প্রয়োজনে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কোন নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কার্যকরী এক কর্তৃপক্ষের স্থাপনা করবেন যা 'জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ' নামে পরিচিত হবে।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নামটিই হবে আইনতঃ নির্দিষ্ট, যার উত্তরাধীকার স্বত্তাধীকারী থাকবে, সাধারণ শীলমোহর থাকবে, যার স্থাবর-অস্থাবর সমপদ অধিগ্রহন বা বিক্রয়ের অধিকার থাকবে, চুক্তি সই করার অধিকার থাকবে, ঐ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং বিরুদ্ধে মামলায় অভিযুক্ত হতে পারে।

(3) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় দপ্তর চেন্নাই শহরে অবস্থিত হবে এবং ঐ কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের আগাম অনুমতি নিয়ে ভারতের অন্যস্থানেও দপ্তর স্থাপন করতে পারে।

(4) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নিম্মলিখিত সভ্যদ্বারা গঠিত হবে,

(ক) একজন চেয়ারপারসন বা সভাপতি, যিনি কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি - যাঁর জৈব সমপদ সংরক্ষণ, জৈববৈচিত্র্যের টেঁকসই ব্যবহার এবং এই সম্বন্ধীয় ফলাফলের সুবিধা বন্টনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক তিনজন পদাধিকারবলে সদস্য হবেন; একজন উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের পক্ষ থেকে থাকবেন এবং দুজন প্রতিনিধি থাকবেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের যার মধ্যে একজন বনদপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল বা অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পদাধিকারী হতে হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্মলিখিত মন্ত্রকের সাতজন প্রতিনিধি, প্রত্যেক মন্ত্রকের একজন করে, পদাধিকারবলে ঐ কর্তৃপক্ষের সদস্য থাকবেন -

(i) কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা

(ii) জৈবপ্রযুক্তি

(iii) মহাসাগর উন্নয়ন

(iv) কৃষি ও সমবায়

(v) ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও হোমিওপ্যাথি

(vi) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

(vii) বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা

(ঘ) পাঁচজন বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানী সদস্য নিযুক্ত হবেন যারা এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী অথবা জৈব সমপদের সংরক্ষণ, বিভিন্নতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, জৈববৈচিত্র্যযুক্ত সমপদের টেঁকসই ব্যবহার ও জৈব সমপদের গবেষণালব্ধ বা সমপদলব্ধ ফলাফলের ন্যায্য বন্টন বিষয়ে অভিজ্ঞ। এঁরা শিল্প প্রতিনিধি, জৈবসমপদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ মেধাযুক্ত মহল, স্রষ্টা ও সংরক্ষক প্রভৃতির মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

<u>সভাপতি (চেয়ারপারসন) ও সদস্যবৃন্দের চাকুরীর শর্ত</u>

9. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের, পদাধীকারবলে সদস্যবৃন্দ ছাড়া, সভাপতি বা অন্য সকল সদস্যবৃন্দের কর্তৃত্বকাল ও চাকুরীর শর্ত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে।

<u>সভাপতিই হবেন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের মূল কর্মকর্তা</u>

10. সভাপতিই হবেন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের মূল কর্মকর্তা এবং যে ক্ষমতা দেওয়া হবে তা প্রয়োগ করবেন ও নির্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করবেন।

<u>সদস্য - অপসারণ</u>

11. কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারবেন, যদি সরকারের মতে কোনও সদস্য সমপর্কে ধারণা হয় যে,

(ক) ঋণগ্রস্ত এবং দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত

(খ) নৈতিকতার বিরোধী কৃত কর্মের জন্য আদালত কর্তৃক দোষী ঘোষিত

(গ) মানসিক ও শারীরিক ভাবে সদস্য হিসাবে কাজ করতে অক্ষম

(ঘ) যদি নিজ পদের অপব্যবহার করে জনস্বার্থ বিরোধি কর্মে জড়িত হবার ফলে অযোগ্য বলে প্রমাণিত

(ঙ) পদাধিকারবলে অন্যায় ভাবে আর্থিক বা অন্যকোন সুবিধা গ্রহন করলে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সভা

12. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নির্দ্ধারিত স্থান ও সময়ে সভায় মিলিত হবে এবং কোরাম নির্দ্ধারণসহ কার্যনির্বাহের জন্য নিয়মাবলী মেনে চলবে।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন বা সভাপতি জাতীয় জৈববৈচিত্র্য

(3) যদি কোন কারণে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কোন সভায় চেয়ারপারসন (বা সভাপতি) যোগ দিতে না পারেন তবে সদস্যবৃন্দের নির্বাচিত উপস্থিত একজন সদস্য

(4) জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সভায় বিবেচনার জন্য যে সকল প্রশ্ন আলোচিত হবে সেগুলি সবসময় ভোটাধিক্যে মীমাংসা হবে প্রত্যেক সদস্যদের সম ভোটাধিকারের হিসাবে; যদি কখনও ভোটে মীমাংসা করতে গিয়ে দেখা যায় সম-সংখ্যক ভোট পড়ার জন্য অমীমাংসিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তবে সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সভার পরিচালক তাঁর দ্বিতীয় বা কাষ্টিং ভোট দিয়ে বিষয় নিস্পত্তি করবেন।

(5) প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য হল যে, যদি কোন বিবেচনাধীন বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থ জড়িত থাকে তবে তিনি বিষয় বিবেচনার পূর্বেই তা প্রকাশ করবেন এবং বিবেচনা সভায় যোগদান করবেন না।

(6) কোন আইন বা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নিম্মলিখিত কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে না -

(ক) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ গঠনে কোন ত্রুটি বা শূন্য পদ থাকা, অথবা

(খ) সদস্য নির্বাচনে কোন ত্রুটি থাকলে, অথবা

(গ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পদ্ধতিতে কোন অনিয়মিততা যা মূল বিষয়ের সঙ্গে বা মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সমিতি (কমিটি)

13. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কৃষিজ জৈববৈচিত্র্য বিষয়টি দেখাশোনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে পারেন।

ব্যাখ্যা- এই অধ্যায়-এ বর্ণিত ‘কৃষিজ জৈববৈচিত্র্য‘ শব্দের অর্থ ধরা হবে, জীববিজ্ঞানগত বৈচিত্র্য যা বিভিন্ন কৃষি দ্রব্যের প্রজাতি ও তার বন্য প্রজাতি।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত (1) উপধারার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব খর্ব না করেও, প্রয়োজন মনে করলে এই আইনের ধারাগুলির সুষ্ঠ ও দক্ষ বলবৎ হওয়ার স্বার্থে অন্যান্য কমিটি নিযুক্ত করতে পারবে।

(3) এই অধ্যায়ে বর্ণিত কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে পারবে যারা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সদস্য নন; এবং ঐ মনোনীত সদস্য বা সদস্যবৃন্দের ভোটাধিকার ছাড়া সভায় উপস্থিত থাকা ও আলোচনায় অংশগ্রহনের অধিকার থাকবে।

(4) উপরোক্ত (2) নং উপধারায় বর্ণিত কমিটি-সদস্য বা সদস্যবৃন্দ সভায় যোগদানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত হারে ভাতা পাবেন।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আধিকারিকবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ

14. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই আইনে বর্ণিত ও প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের দক্ষ ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করতে পারেন।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের চাকুরীর মেয়াদ ও অন্যান্য সকল শর্তই আইনের ধারা কর্তৃক নির্দিষ্ট হবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিচ সিদ্ধান্ত ও আদেশ জারীর পদ্ধতি

15. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশনামা গুলি সভাপতি বা চেয়ারপারসনের সই দ্বারা জারী হবে অথবা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্যের সই দ্বারা জারী হবে এবং অন্যান্য সকল সিদ্ধান্ত বলবৎ করার জন্য জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন নির্দিষ্ট আধিকারিকের সই দ্বারা জারী হবে।

ক্ষমতার ভার অর্পণ

16. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই আইনের অন্তর্গত যে কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা (ধারা 50--এর আপীল আবেদন গ্রহণ এবং ধারা 64-এর নিয়মাবলী জারীর ক্ষমতা ছাড়া) সাধারণ বা

বিশেষ লিখিত আদেশ জারীর মাধ্যমে যে কোন সদস্যকে বা কোন আধিকারিককে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগাধিকার দিতে পারবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের ব্যয়ভার ভারতের কনসোলিডেটেড (একত্রিত) তহবিল থেকে চলবে

17. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সদস্যবর্গের বেতন ও ভাতা, প্রশাসনিক ব্যয়ভার, কর্মচারীবর্গের বেতন, ভাতা, পেনসনাদি ভারতের কেন্দ্রীয় একত্রিত তহবিল (কনসোলিডেটেড ফান্ড) থেকে মেটানো হবে।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কার্য্যাবলী ও ক্ষমতা

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কার্য্যাবলী ও ক্ষমতা

18. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হল এই আইনের ধারা 3, 4 এবং 6 -এ বর্ণিত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রন করা এবং জৈব সমপদের প্রাপ্তি ও ন্যায় সংগত সুষম সুবিধা বন্টনের জন্য নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করা।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ 3, 4 এবং 6 ধারায় বর্ণিত সকল ক্রীয়াকলাপ-এর জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবে।

(3) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কাজ করতে পারবে -

(ক) জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ ও টেঁকসই ব্যবহার, জৈব সমপদ বা সমপদজাত যে কোন দ্রব্যাদির উপযোগিতা সংশ্লিষ্ট সকল স্বার্থ রক্ষা ও সুষম উপযুক্ত ন্যায্য ফল ও সুবিধা বন্টন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেবে;

(খ) এই আইনের 37 ধারার (1) উপধারায় বর্ণিত যে সমস্ত এলাকা জৈব বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতায় ভরা ও সমপদে পূর্ণ সেই সকল স্থানকে 'ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান' হিসাবে রাজ্য সরকারকে ঘোষণা করতে পরামর্শ দেবে এবং ঐ ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানগুলিকে সংরক্ষণ ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের পরামর্শও দেবে।

(গ) এই আইনের প্রয়োগ ও উদ্দেশ্য বলবৎ করার জন্য যা কিছু আরো করণীয় বলে মনে হবে তা করতে পারবে।

(4) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জৈব সমপদ বা ঐ জৈব সমপদ বিষয়ক জ্ঞান ভিত্তিক মেধা সমপদের আবেদন যদি ভারতের বাইরে কোন স্থানে করা হয় তার বিরোধিতা করতে পারবে ।

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কিছু কার্য্যকলাপের অনুমোদন

19. (1) এই আইনের 3নং ধারার উপধারা নং (2) এ বর্ণিত যে কোন ব্যক্তি যদি ভারতে উৎপন্ন জৈব সমপদ নিতে চায় অথবা ঐ জৈব সমপদ বিষয়ক জ্ঞান গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে চায় অথবা জৈব সমপদের বাণিজ্যিক ব্যবহার করতে চায় অথবা জৈব সমীক্ষা এবং জৈব ব্যবহার বিষয়ে সমীক্ষা করতে চায় অথবা ভারতে উৎপন্ন জৈব সমপদ বা ঐ সমপদ উদ্ভূত যে কোন গবেষণালব্ধ ফল স্থানান্তরিত করতে চায় তবে তাকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট ফর্মে অনুমোদন চেয়ে এবং নির্ধারিত অর্থ প্রদান করে আবেদন করতে হবে।

(2) এই আইনের 6 নং ধারার (1) নং উপধারা অনুযায়ী ভারতে বা ভারতের বাইরে, যদি কেউ পেটেন্টের জন্য আবেদন করতে চায় অথবা অন্য যেকোন প্রকার মেধাস্বত্বের সংরক্ষণের জন্য আবেদন করতে চায় তবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে অনুমোদনের জন্য জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

(3) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত উপধারা (1) অথবা (2) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনের প্রয়োজন অনুযায়ী অনুসন্ধান চালাবে এবং যদি প্রয়োজন মনে হয় তা হলে বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত গ্রহণ করে, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ও শর্তপদ্ধতি মেনে অনুমোদন মঞ্জুর করবে ও নিয়মানুযায়ী রয়াল্‌টি বাবদ নির্ধারিত অর্থ আদায় করবে অথবা লিখিত কারণ দেখিয়ে আবেদন বাতিল করবে।

যদিও এই আবেদন বাতিল করার আদেশ আবেদনকারীর বক্তব্য শুনে জারী করা হবে।

(4) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই ধারা অনুযায়ী প্রতিটি অনুমোদন মঞ্জুরীর সংবাদ জনসমক্ষে বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করবেন।

জৈব সমপদ বা তার জ্ঞান হস্তান্তর

20. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের 19 ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুমোদন কাজে লাগিয়ে জৈব সমপদ বা ঐ সমপর্কিত জ্ঞান জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর নিষিদ্ধ।

(2) যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত উপধারা (1) এ বর্ণিত জৈব সমপদ বা তৎসমপর্কিত জ্ঞান হস্তান্তর করতে চায় তবে তাকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নিদর্শ (form) ভর্তি করে আবেদন করতে হবে।

(3) উপরোক্ত উপধারা (2) অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কোন আবেদন গ্রহণ করলে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালাবেন এবং প্রয়োজন বোধে আদেশানুসারে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সাথে আলোচনা করবেন এবং শর্তাধীন ও নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য করবেন, এমনকি প্রয়োজনে রয়ালটী বাবদ অর্থ আদায় সাপেক্ষে অনুমতি দিতে পারেন অথবা লিখিত কারণ দেখিয়ে অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারেন।

যদিও এই আবেদন বাতিল করার আদেশ আবেদনকারীর বক্তব্য শুনে জারী করা হবে।

(4) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই ধারা অনুযায়ী প্রতিটি অনুমোদন মঞ্জুরীর সংবাদ জনসমক্ষে বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করবেন।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুষম লাভের বন্টন

21. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ 19 এবং 20 ধারামতে অনুমোদন দেবার সময় অবশ্যই দেখবেন যেন, যে সব জৈব সমপদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, বা তার উপজাত দ্রব্যাদি অথবা ঐ সমপর্কিত উদ্ভাবন এবং ঐ সমপদ ব্যবহারের জ্ঞানলব্ধ লাভ উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে এবং পারস্পরিক স্বীকৃত শর্তাধীনে আবেদনকারী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সুবিধার দাবীদারগণের মধ্যে সুষম ভাবে বন্টিত হয়।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ, সুবিধা-বন্টন বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী, নিম্মলিখিত সকল বা যে কোন একটি সুবিধা-বন্টন পদ্ধতি অনুসরণ করার ব্যবস্থা করবে।

(ক) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ মেধা সমপদের যৌথ মালিকানা মঞ্জুর করবে অথবা যেখানে সুবিধাভোগীগণ সুনির্দিষ্ট, তা তাদের পক্ষে মঞ্জুর হবে;

(খ) কারিগরী বিদ্যার হস্তান্তর;

(গ) উৎপাদনের স্থান, গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এমন এলাকায় যেন হয় যাতে সুফল ভোগের দাবীদার মানুষদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের সহায়ক হয়;

(ঘ) জৈব সমপদের উন্নয়ণ এবং জৈব সমীক্ষা ও জৈব ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা যা ভারতীয় বিজ্ঞানী সমিতি, সুফল ভোগী হিসাবে দাবীদার ও স্থানীয় মানুষজনকে নিয়ে হতে হবে;

(ঙ) সুষম সুবিধা বন্টনের জন্য মূলধনের তহবিল গঠন করতে হবে;

(চ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বিবেচনা অনুযায়ূ আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং অন্য কোন সুবিধা, সুবিধার দাবীদারদের দেওয়া যেতে পারে ।

(3) যখন জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কোন অর্থ সুবিধা বন্টনের জন্য আদায়ের আদেশ দেবেন, তা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলে জমা দিতে হবে।

যদি জৈব সমপদ বা তৎসমপর্কিত জ্ঞান বিশেষ কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা সংগঠনের থেকে পাওয়া যায় তবে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ঐ অর্থ নির্দিষ্ট চুক্তি ও পদ্ধতি অনুযায়ী সরাসরি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংগঠনকে দিতে বলতে পারেন।

(4) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এই ধারার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতায় নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ গঠন

22. (1) এই আইনের প্রয়োজনে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারের পক্ষে নির্দিষ্ট দিন থেকে কার্য্যকরী একটি পর্ষদ গঠন করবে যা (ঐ রাজ্যের নাম প্রথমে দিয়ে) জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ হিসাবে পরিচিত হবে।

(2) কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য কোন স্বতন্ত্র জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ গঠিত হবে না, এবং জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষই ঐ অঞ্চলের জন্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তা অনুযায়ী কাজ করবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এই উপধারার প্রয়োগের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগোষ্ঠিকে ও প্রদান করতে পারবে।

(3) পূর্বোল্লিখিত রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ নামটিই হবে আইনতঃ নির্দিষ্ট, যার উত্তরাধীকার স্বত্তাধীকারী থাকবে, সাধারণ শীলমোহর থাকবে, যার স্থাবর-অস্থাবর সমপদ অধিগ্রহন বা বিক্রয়ের অধিকার থাকবে, চুক্তি সই করার অধিকার থাকবে, ঐ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং বিরুদ্ধে মামলায় অভিযুক্ত হতে পারে।

(4) পর্ষদ নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দদ্বারা গঠিত হবে, যথা -

(ক) রাজ্য সরকার মনোনীত একজন পর্ষদ প্রধান (চেয়ারপারসন) যিনি এমন একজন বিশেষজ্ঞ যাঁর জৈব সমপদ সংরক্ষণ, জৈববৈচিত্র্যের টেঁকসই ব্যবহার এবং এই সম্বন্ধীয় ফলাফলের সুবিধা বন্টনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে;

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির প্রতিনিধি হিসাবে পদাধিকার বলে অনধিক পাঁচজন সদস্য;

(গ) অনধিক পাঁচজন বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ সদস্য নিযুক্ত হবেন যারা এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী অথবা জৈব সমপদের সংরক্ষণ, বিভিন্নতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, জৈববৈচিত্র্যযুক্ত সমপদের টেঁকসই ব্যবহার ও জৈব সমপদের গবেষণালব্ধ বা সমপদলব্ধ ফলাফলের ন্যায্য বন্টন বিষয়ে অভিজ্ঞ।

(5) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের সদর দপ্তর সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হবে।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কার্য্যাবলী

23. রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কার্য্যাবলী হবে নিম্নরূপ -

(ক) জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, এর বিভিন্ন উপাদানগুলির টেঁকসই ব্যবহার ও তার সুফলের সুষম বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেবে যদিও তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারী করা নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া চাই।

(খ) জৈব সমপদের বাণিজ্যিক ব্যবহার অথবা সমীক্ষা বিষয়ে কোন ভারতীয় নাগরিকের আবেদনের অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ করা।

(গ) রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই আইনের ধারায় যা কিছু করণীয় কর্ত্তব্য তা পালন করবে।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের সংরক্ষণ বিরোধী নির্দিষ্ট কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

24. (1) কোন ভারতীয় নাগরিক, কর্পোরেট সংস্থা, সংগঠন বা সমিতি যা ভারতে পঞ্জীভুত, এই আইনের ৭নং ধারা অনুযায়ী যদি কোন কাজ করতে চান তবে রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফর্মে রাজ্য জৈববৈচিত্র্যর পর্ষদের থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

(2) উপরোক্ত উপধারা (1) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন প্রস্তাবটি যদি জৈব সমপদের সংরক্ষণ এবং টেঁকসই ব্যবহার বিরোধী বা সুবিধা বন্টনের বিরোধী হয়, তবে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ স্থানীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সেই কাজের উপরে নিশেধাজ্ঞা জারী করতে পারে বা কাজটি নিয়ন্ত্রন করতে পারে। আবশ্য আদেশ জারী করার আগে প্রতিপক্ষকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(3) উপধারা (1) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন পত্রেক তথ্য গোপন রাখা হবে এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কাউকে জানানো হবে না।

আইনের ৯ থেকে ১৭ নং ধারা প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের ক্ষেত্র প্রযোজ্য

25. নিম্মলিখিত সংশোধনীর পর এই আইনের 9 থেকে 17 নং ধারাগুলি রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে -

(ক) আইনে যেগুলি ‘কেন্দ্রীয় সরকার’ বলা আছে, সেই জায়গায় ‘রাজ্য সরকার’ পড়তে হবে।

(খ) ‘জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের’ উল্লেখ ‘রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের’ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(গ) ‘ভারতের কনসোলিডেটেড বা একত্রিত তহবিল’ কথাটির বদলে ‘রাজ্যের কনসোলিডেটেড বা একত্রিত তহবিল’ হবে।

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আয়, হিসাব ও তার নিরীক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে অনুদান অথবা ঋণ

26. কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ -এর স্বার্থে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলে মনে করবে তা লোকসভায় বাজেট মারফৎ পাশ করিয়ে অনুদান অথবা ঋণ হিসাবে বরাদ্দ করবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন

27. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হবে এবং ঐ তহবিলে জমা পড়বে -

(ক) 26 নং ধারা অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে দেয় যে কোন রূপ অনুদান ও ঋণ;

(খ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত যাবতীয় রাজস্ব (রয়ালটি) ও সকল প্রকার মূল্য হিসাবে আদায়ীকৃত অর্থ;

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য সূত্রে পাওয়া অর্থ।

(2) ঐ তহবিলের প্রয়োগ হবে -

(ক) সুবিধা দাবীদারবর্গের সুবিধা প্রাপ্তির উপায় করা;

(খ) জৈব সমপদের সংরক্ষণ, জৈব সমপদ প্রাপ্তিস্থানের উন্নয়ণ এবং ঐ জৈব সমপদ বিষয়ক জ্ঞানের সমীক্ষার কাজে ;

(গ) উপরোক্ত (খ) উপধারায় উল্লেখিত জৈব সমপদ ও সেই সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রাপ্তিস্থানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় করতে হবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন

28. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ প্রতি আর্থিক বছরের শেষে একটি সমপূর্ন বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করবেন যাতে বিগত বছরের সামগ্রিক কাজের বিবরন থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের

কাছে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ বিগত আর্থিক বছরের আয়ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন।

বাজেটের হিসাব ও তার নিরীক্ষা

29. (1) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি বাজেট তৈরী করবেন, নিয়মিত হিসাব এবং সেই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য রাখবেন (জাতীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের হিসাব সহ) এবং ভারতের কম্প্ট্রলার এবং অডিটর জেনারেলের পরামর্শে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত ফর্মে বাৎসরিক হিসাবের একটি প্রতিবেদন জমা দেবেন।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক হিসাব ভারতের কম্প্ট্রলার এবং অডিটর জেনারেলের দপ্তর থেকে নিরীক্ষা হবে, ঐ নিরীক্ষার সময় কম্প্ট্রলার এবং অডিটর জেনারেল নির্ধারন করবেন। ভারতের কম্প্ট্রলার এবং অডিটর জেনারেলের ঐ নিরীক্ষার কাজের ব্যয়ভার জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বহন করবেন।

(3) ভারতের কম্প্ট্রলার এবং অডিটর জেনারেল এবং তাঁর নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের হিসাবপত্র নিরীক্ষার সময় একই অধিকার ও সুবিধা পাবেন যা ভারতের কন্ট্রোলার এবং অডিটর জেনালের সরকারী হিসাবপত্র নিরীক্ষার সময় পেয়ে থাকেন এবং বিশেষতঃ তাঁদের যে কোন খাতা, হিসাব, সংশ্লিষ্ট ভউচার, নথি এবং অন্য দস্তাবেজ ও কাগজপত্র চাইতে পারবেন এবং জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের যে কোন দপ্তর পরিদর্শনের অধিকার থাকবে।

(4) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে প্রতি বছর কম্প্ট্রলার এবং অডিটর জেনারেল নিদর্শন পত্র সহ বার্ষিক হিসাব ও নিরিক্ষা বিবরণী কেন্দ্রীয় সরকার কাছে পেশ করতে হবে।

সংসদে বাৎসরিক বিবরণী পেশ

30. সংসদের উভয় কক্ষেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক বিবরণী ও নিরীক্ষা বিবরণী পেশ করতে হবে।

।। অষ্টম অধ্যায় ।।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের অর্থ, হিসাব ও হিসাব নিরীক্ষা

রাজ্য সরকার দ্বারা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে অর্থ অনুদান মঞ্জুরী

31. রাজ্য সরকার এই আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ -এর স্বার্থে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলে মনে করবে তা বিধানসভায় বাজেট মারফৎ পাশ করিয়ে অনুদান অথবা ঋণ হিসাবে বরাদ্দ করবে।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন

32. (1) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হবে এবং ঐ তহবিলে যেসব অর্থ জমা পড়বে তা হ'ল -

(ক) 31নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে দেয় যাবতীয় অনুদান এবং ঋণ;

(খ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং ঋণ ;

(গ) রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য সূত্র থেকে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রাপ্ত অর্থ।

(2) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য তহবিলের প্রয়োগ হবে -

(ক) ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানগুলির সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার জন্য;

(খ) 37নং ধারার (1) উপধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারী হবার ফলে জনগণের যে অংশ অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তাদের ক্ষতিপূরণ বা পূনর্বাসন প্রকল্পে;

(গ) জৈব সমপদের উন্নয়ণ ও সংরক্ষণের জন্য;

(ঘ) 24 ধারা অনুযায়ী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যেখান থেকে জৈব সমপদ বা ঐ সংক্রান্ত জ্ঞান পাওয়া গেছে সেইসব স্থানের আর্থ সামাজিক উন্নয়ণে;

(ঙ) এই আইনের অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় খরচ মেটানোর জন্য।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন

33. রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ প্রতি আর্থিক বছরে পূর্ব নির্ধারিত নির্দষ্ট সময়ে ও ফর্মে বিগত বছরের কাজকর্মের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং তার একটা প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করবে।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের হিসাব নিরীক্ষা

34. রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের আয় ব্যয়ের হিসাব যথামত রাখতে হবে এবং রাজ্যের এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পরামর্শক্রমে নিরীক্ষা করাতে হবে। রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ রাজ্য সরকারকে পেশ করবে।

রাজ্য বিধানসভায় রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

35. রাজ্য সরকার রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পাওয়ার পর অবিলম্বে তা রাজ্য বিধানসভায় পেশ করবেন।

।। নবম অধ্যায় ।।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্তব্য

জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা জাতীয় কর্ম পদ্ধতি নির্ধারন

36. (1) জৈব সমপদের সংরক্ষণ, উন্নয়ণ ও টেঁকসই ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম স্থির করবে; এই কার্যক্রমে থাকবে জৈব সমপদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, যে অঞ্চলে জৈব সমপদ পাওয়া যয় বা সেই অঞ্চলের বাইরে যেখানে জৈব সমপদের সংরক্ষণ করা সম্ভব তার ব্যবস্থা করা, এ বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহদান, প্রশিক্ষণ এবং জনচেতনার বৃদ্ধির জন্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(2) যদি কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কোন বিশ্বাস হয় যে কোন স্থানে জৈব সমপদ ও তার বিভিন্নতায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও ঐ সমপদের অতিরিক্ত আহরণ, অপব্যবহার এবং অবহেলার ফলে ঐ সমপদ অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে

অবিলম্বে এই অবস্থার অবনতি বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে কারিগরী বা অন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

(3) জৈব সমপদের সংরক্ষণে, উন্নয়ণে ও টেঁকসই ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও নীতির মধ্যে যথা সম্ভব সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করবে।

(4) কেন্দ্রীয় সরকার নিম্মলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে -

(ক) কোন প্রকল্পের ফলে যদি জৈব বৈচিত্রের ক্ষতি সম্ভাবনা থাকে তবে প্রয়োজন অনুসারে ঐ ক্ষতি কমানো বা পরিহার করার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত আগাম অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করা হবে এবং এই সমীক্ষায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।

(খ) জৈব কারিগরী প্রযুক্তির প্রয়োগে সৃষ্ট পরিবর্তিত জীবের ব্যবহারে যদি প্রাকৃতিক জৈব সমপদের অস্তিত্বে ঝুঁকি থাকে তাহলে ঐ সমপদের সংরক্ষণ ও টেঁকসই ব্যবহারের জন্য তার নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও নিষিদ্ধকরণ করতে পারবে।

(5) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে স্থানীয়, রাজ্য বা জাতীয় স্তরে স্বীকৃতির মাধ্যমে জৈব বৈচিত্র সমপর্কিত স্থানীয় মানুষের জ্ঞানের সম্মান ও সংরক্ষণ করবে।

ব্যাখ্যা - এই ধারার জন্য

(অ) "ex situ conservation" (বহিঃসংরক্ষণ) এর অর্থ হল জৈব বৈচিত্রপূর্ণ সমপদ বা তার অংশবিশেষ যদি স্বাভাবিক জম্মস্থান থেকে অন্যত্র সংরক্ষণ করা হয়;

(আ) "in situ conservation" (অন্তর্সংরক্ষণ) এর অর্থ হল জৈব প্রজাতির সঙ্গে যুক্ত বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক বাসস্থানের সংরক্ষণ এবং প্রজাতিগত নমুনার উপযুক্ত সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা, গৃহপালিত জীব ও চাষযোগ্য শস্য প্রজাতি যে এলাকার উদ্ভাবিত হয়েছে সেই এলাকায় তার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা।

জৈববৈচিত্র্যযুক্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান

37. (1) এই আইনের বলে, অন্য কোন আইনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছাড়া, রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জৈব বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাকে ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।

(2) ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে পারে।

(3) যদি কোনও মানুষ বা গোষ্ঠী উক্ত ঘোষণা বা আইন জারীর ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রাজ্য সরকার তাদের পূনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার প্রকল্প করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন প্রজাতিকে 'বিপন্ন' ঘোষণা করার ক্ষমতা

38. কেন্দ্রীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে যে প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে বা অদুর ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হতে পারে তাদের নাম সণাক্ত করে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন, ঐসব প্রজাতির যে কোন কারনে সংগ্রহ বন্ধ করতে পারেন এবং তাদের পুনর্বাসন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন; অবশ্য এই আইন, বর্তমানের অন্য কোন আইনের উদ্দেশ্য বা ধারাকে ক্ষুন্ন না করেও বলবৎ করার অধিকার থাকবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বলে সংগ্রহশালা চিহ্নিতকরণ

39. (1) কেন্দ্রীয় সরকার, এই আইনের ক্ষমতাবলে বিভিন্ন প্রকারের জৈব সমপদের জন্য, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে কোন সংস্থাকে 'সংগ্রহশালা' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।

(2) এই সংগ্রহশালাগুলি জৈব সামগ্রী, প্রামানিক নমুনা সহ সুরক্ষিত রাখবে।

(3) যদি কোন ব্যক্তি নতুন কোন জৈব প্রজাতির আবিষ্কার করেন তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ সংগ্রহশালা বা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জানাবেন এবং তার প্রামানিক নমুনা সেখানে জমা দেবেন।

নির্দিষ্ট জৈব সমপদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড় দেবার ক্ষমতা

40. এই আইনে যাই থাকুক না কেন, কোন জৈব বস্তু বা জৈব সমপদ যা সাধারণভাবে বাজারে কেনাবেচা হয়, তাকে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের আওতা বহির্ভূত বলে ঘোষণার অধিকারী হবেন।

।। দশম অধ্যায় ।।

জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি

জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য সমিতি

41. (1) প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তার নিজ এলাকার জন্য 'জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি' গঠন করতে হবে, যার কাজ হবে জৈব সমপদ ও তার সকল বিভিন্নতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা, এগুলির সংরক্ষণ এবং টেঁকসই ব্যবহার, জৈব সমপদের বাসস্থান রক্ষা করা, এলাকার বিশেষ প্রকার প্রজাতিকে রক্ষা করা, সকল জৈব সমপদের মধ্যে এলাকায় প্রাপ্ত দেশজ জাতি ও চাষের মাধ্যমে পাওয়া প্রজাতি, গৃহপালিত পশুসহ সকলপ্রকার প্রাণী এবং তার সংকর প্রজাতি এবং অনুজীব সমূহ এবং এ সমপর্কিত সমস্ত জ্ঞানের অবলুপ্তি, অপব্যবহার বা অনুচিত ব্যবহার থেকে রক্ষা করা।

ব্যাখ্যা - এই উপধারার জন্য -

(অ) "Cultivar" শব্দটির অর্থ কৃষিকাজের দ্বারা সৃষ্ট উদ্ভিদের জাত যার অস্বিত্ব কৃষিকাজের মাধ্যমে প্রসারিত এবং যা কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত ;

(আ) "Folk variety" এর অর্থ সেই উদ্ভিদের কৃষিজ জাত যার সৃষ্টি, উৎপাদন এবং সাধারনভাবে কৃষকদের মধ্যে বিনিময় হয়;

(ই) "Land race" এর অর্থ উদ্ভিদ প্রজাতি যা প্রাচীনকালের কৃষকরা বা তাদের পরবর্ত্তী কোন প্রজন্মে ব্যবহার করেছে ।

(2) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির ভৌগলিক এলাকার অন্তর্গত কোন জৈব সমপদের ব্যবহার এবং ঐ সমপদ সংক্রান্ত জ্ঞানে উপর কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় ঐ সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

(3) কোন ব্যক্তি যিনি জৈব সমপদের আহরণ বা সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে চান যা ঐ সমিতির এক্তিয়ারভূক্ত ভৌগলিক সীমায় পড়ে, জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি সংগ্রহমূল্য হিসাবে লেভী আদায় করতে পারেন যে ।

।। একাদশ অধ্যায় ।।

স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল

স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলে অনুদান

42. রাজ্য সরকার এই আইনের উপযুক্ত প্রয়োগের স্বার্থে স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলে মনে করবে তা বিধানসভায় বাজেট মারফৎ পাশ করিয়ে অনুদান অথবা ঋণ হিসাবে বরাদ্দ করবে।

স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন

43. (1) যেখানে স্বায়ত্ব শাসনের কোন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে সেখানে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি মারফৎ রাজ্য সরকার স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিল গঠন করবেন।ঐ তহবিলে জমা পড়বে-

(ক) 42 নং ধারা অনুযায়ী কোন রূপ অনুদান বা ঋণ;

(খ) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ থেকে দেওয়া কোন রূপ অনুদান বা ঋণ;

(গ) রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ থেকে দেওয়া কোন রূপ অনুদান বা ঋণ;

(ঘ) 41 ধারার (3) উপধারা অনুযায়ী জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত বা বরাদ্দ অর্থ।

(ঙ) রাজ্য সরকার এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের অর্থ।

স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের প্রয়োগ

44. (1) নিম্নলিখিত (2) উপধারা অনুযায়ী, স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এবং যে উদ্দেশ্যে তহবিলের প্রয়োগ হবে তা রাজ্য সরকার নির্ধারন করবেন।

(2) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভূক্ত ভৌগলিক সীমার অন্তর্গত অঞ্চলের জৈব সমপদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ণ এবং ঐ জৈব সমপদের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐ অঞ্চলের মানুষের সুবিধার জন্য এই তহবিলের ব্যবহার হবে।

জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন

45. স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি প্রত্যেক আর্থিক বছরে নির্দিষ্ট ফর্মে বিগত আর্থিক বছরের কাজের হিসাব সহ একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং তার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করবেন।

জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলির হিসাব নিরীক্ষা

46. স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের আয় ব্যয়ের হিসাব যথামত রাখতে হবে এবং রাজ্যের এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পরামর্শক্রমে নিরীক্ষা করাতে হবে। ঐ তহবিলের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পেশ করবেন।

জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি জেলা-শাসককে দিতে হবে

47. 41 ধারার (1) উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং 45 ধারা ও 46 ধারা অনুযায়ী নিরীক্ষকের মতামত সহ নিরীক্ষিত হিসাব ঐ এলাকা যে জেলার অন্তর্গত সেই জেলার জেলা শাসককে জমা দিতে হবে।

।। দ্বাদশ অধ্যায় ।।

বিবিধ

জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন

48. (1) এই আইনের পূর্ববর্তী ধারাগুলির কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন না করে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ তার কাজ ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত নীতিগত সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন।

যদিও এই উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেওয়ায় আগে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষকে যতদূর সম্ভব মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(2) প্রশ্নটি নীতি সংক্রান্ত বা তার বাইরে কি না সে সমন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা

49. (1) এই আইনের পূর্ববর্তী ধারাগুলির কার্য্যকারিতা ও উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন না করেও রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ তার কাজ ও কর্ত্তব্য পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের লিখিত নীতিগত সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন।

যদিও এই উপধারা অনুযায়ী নির্দেশ দেবার আগে রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদকে যতদূর সম্ভব মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(2) প্রশ্নটি নীতি সংক্রান্ত বা তার বাইরে কি না সে সমন্ধে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদগুলির মধ্যে বিবাদ-বিতর্কের নিষ্পত্তি

50. (1) যদি জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষ এবং একটি রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় তবে সেই কর্ত্তৃপক্ষ বা পর্ষদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপীল (আবেদন) করতে পারবে।

(2) উপরোক্ত (1) নং উপধারার অনুযায়ী প্রতিটি আপীল (আবেদন) কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত নির্দিষ্ট ফর্মে করতে হবে।

(3) এই আপীলের (আবেদনের) নিষ্পত্তির কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত নিয়মে হবে। যদিও আপীল নিষ্পত্তির আগে উভয়পক্ষকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(4) যদি কোন বিবাদ রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদগুলির মধ্যে সৃষ্টি হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার তা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন।

(5) উপধারা (4) অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষ যখন কোন বিবাদের মীমাংসায় বসবেন তখন তাঁদের স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত পদ্ধতি মানতে হবে।

(6) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারা অনুযায়ী বিচার প্রক্রিয়ার জন্য দেওয়ানী মামলার পদ্ধতি, 1908 অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সমান ক্ষমতা ভোগ করবেন, যথা -

1908 এর 5 (অ) যে কোন ব্যক্তিকে শমন পাঠানো এবং হাজিরা দিতে বাধ্য করানো সহ শপথ নিয়ে জেরার উত্তর দিতে বাধ্য করতে পারবে;

(আ) প্রয়োজনীয় নথিপত্রের খোঁজ ও পেশ করানো;

(ই) এভিডেভিডের মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করা;

(ঈ) সাক্ষীদের বা নথিপত্র পরীক্ষার জন্য কমিশন বসাতে পারবে;

(উ) নিজ সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা করা, অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির জন্য আবেদন বাতিল করা, অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের অনুপস্থিতির সত্বেও আবেদনের এক তরফা নিস্পত্তি করা;

(ঊ) কোন অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির জন্য বাতিল আবেদন পুর্নগ্রহণ করা বা এক তরফা ঘোষিত সিদ্ধান্ত বাতিল করা;

(ঋ) এবং অন্য যে কোন বিষয় যা এর আওতাভুক্ত বলে ঘোষিত হবে।

1860 এর 45 (7) জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বিচার কার্য ভারতীয় পেনাল কোডের ধারা 193 এবং 228 এবং 196 ধারার জন্য বিচারকার্য্য হিসাবে গণ্য হবে এবং

1974 এর 2 জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ভারতের দেওয়ানী আদালত বলে 195 ধারা অনুযায়ী এবং ফৌজদারী কার্য্যাবিধি, 1973 এর 26 তম অধ্যায় বলে গঠিত আদালত হিসাবে স্বীকৃত হবে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের সভ্যগণ, নির্বাহী আধিকারিক প্রভৃতিগণ সরকারী কর্মী হিসাবে গন্য হবেন

51. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদেরসকল সদস্য, নির্বাহী

1860 এর 45 আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ, ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যাবিধির 21 ধারা মতে, সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন যতক্ষণ তাঁরা এই আইনের কোন ধারা বলবৎ করা কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

আপীল (আবেদন)

52. যদি কোনও ব্যক্তি, এই আইন বলে, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের জৈব সমপদের সুফল বন্টনের সিদ্ধান্ত বা অন্য কোন আদেশ জারীর জন্য ক্ষুব্ধ হন, তবে সেই সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে তিনি আদেশ বা সিদ্ধান্ত জানার তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে (High Court) আপীল করতে পারবেন।

যদি উচ্চ আদালত নিশ্চত হন যে উপযুক্ত কারণে আবেদনকারী ঐ সময়ের মধ্যে আবেদন করতে অক্ষম হয়েছেন তবে ঐ আদালতের তিরিশ দিনের পরেও আরো ষাট দিন পর্যন্ত আপীল করার সময় মঞ্জুর করবার অধিকার থাকবে ।

সিদ্ধান্ত বা আদেশের প্রয়োগ

53. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ এই আইনের বলে জৈব সমপদের সুফল বন্টনের বিষয়ে যদি কোন আদেশ দেন তাহলে সেই আদেশ ঐ সংস্থার কোন কর্মাধিকারী অনুমোদনপত্রের মাধ্যমে জারী করবেন। অথবা ঐ আদেশের বিপক্ষে উচ্চ আদালত যদি কোন সিদ্ধান্ত নেন তাহলে সেই সিদ্ধান্ত উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার অনুমোদনপত্রের মাধ্যমে জারী করবেন। উভয় ক্ষেত্রে সেই অনুমোদনপত্র দেওয়াণী আদালতের ডিক্রীর সমতুল বলে গণ্য হবে এবং ঐ আদালতের ডিক্রী হিসাবে প্রযুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা - এই ধারা এবং 52 ধারার জন্য, রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের এক বা একাধিক ব্যক্তি যাদের 22 নং ধারার (2) নং উপধারা অনুসারে ক্ষমতা ও কাজ দেওয়া হয়েছে তারাই অনুমোদনপত্র জারী করতে পারবে।

সৎ উদ্দেশ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের সুরক্ষা

54. কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা সেই সরকারের কোন আধিকারিক অথবা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষের বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কোন ‘সদস্য’, আধিকারিক বা কর্মচারী যদি সৎ উদ্দেশ্যে এই আইন বা তার নিয়মাবলী বলে কোন সিদ্ধান্ত নেন তবে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না।

শাস্তি

55. (1) কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের ধারা নং 3 বা 4 বা 6 ভঙ্গ করেন বা ভঙ্গ করেন এবং গোপন রাখেন তবে তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা যে ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ দশ লক্ষ টাকারও বেশী সেই অনুপাতে জরিমানায় দন্ডিত হতে পারেন।

(2) কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের 7 ধারা অথবা 24 নং ধারার (2) নং উপধারার অন্তর্গত কোন আদেশ ভঙ্গ করে বা ভঙ্গ করতে সচেষ্ট হন বা ভঙ্গ করে গোপন রাখেন তবে তিনিসে অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষ এবং রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি

56. যদি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদের কোন নির্দেশ বা আদেশ অমান্য করেন যার জন্য আইনে পৃথকভাবে কোন শাস্তির উল্লেখ নেই, সেই ব্যক্তি প্রথমবারের অপরাধের জন্য এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, দ্বিতীয় বা তার পরের অপরাধের জন্য দুই লাখ টাকা এবং ক্রমাগত আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রতিদিন দুই লাখ টাকা জরিমানায় দন্ডিত হবেন।

বাণিজ্য সংস্থা (কোমপানি) কৃত অপরাধ

57. (1) যখন কোন কোমপানী এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন করবে তখন সেইসব ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যিনি বা যাঁরা অপরাধ করার সময় কোমপানীর দায়িত্বে থাকবেন এবং কোমপানীর ব্যবসা পরিচালনা যাঁদের দায়িত্বে থাকবে তাঁহারা সকলেই কোমপানির সংগে দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং শাস্তিযোগ্য হবেন।

যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারেন যে তার অজ্ঞাতে আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে অথবা তনি যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া সত্বেও আইন লঙ্ঘিত হয়েছে, তবে এই উপধারা প্রয়োগে তিনি শাস্তিযোগ্য হবেন না।

(2) উপরোক্ত উপধারা (1) এ যাই বলা থাকুক না কেন, যখন কোনও কোমপানী দ্বারা আইন বিরুদ্ধ বা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, এবং তা যদি ঐ কোমপানীর কোন ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী বা কোমপানীর অন্য কোন আধিকারিক এর সম্মতিতে বা আদেশে বা প্ররোচনায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলায় সংঘটিত হয় তবে ঐ ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী বা আধিকারিক কোমপানীর সংগে সমান দোষে দোষী হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি হবে।

ব্যাখ্যা - এই ধারার জন্য

(অ) ‘কোমপানী’ অর্থে কোনও সংগঠিত সংস্থা যার সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি জড়িত;

(আ) ‘ডিরেক্টর’ অর্থে ঐ সংস্থার অংশীদার।

আদালতগ্রাহ্য এবং জামিনঅযোগ্য অপরাধ

58. এই আইনের অন্তর্গত সকল অপরাধই আদালতগ্রাহ্য এবং জামিনঅযোগ্য হবে।

এই আইনের প্রয়োগ অন্যান্য আইনের উপরুন্তু

59. বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সমপর্কিত বলবৎ যাবতীয় আইনের সংস্থান ছাড়াও এই আইন হবে অতিরিক্ত ব্যবস্থা যা অন্য সকল আইনের ব্যবস্থাকে ক্ষুন্ন করবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেবার ক্ষমতা

60. কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই আইনের ধারা এবং নিয়মাবলী বা আদেশ বলবৎ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

অপরাধের সণাক্তকরণ

61. এই আইনে কোন আদালত অপরাধের সণাক্তকরণ করবেন না যদি না (নিম্নক্ত কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি) অভিযোগ করেন -

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষ বা আধিকারিক, যিনি এই বিষয়ে সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত; অথবা,

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের বা কোন কর্তৃপক্ষের বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে যদি কোন জৈব সমপদের সুফল ভাগের দাবীদার নির্দিষ্ট ফর্মে ত্রিশ দিনের মধ্যে অপরাধ সমপর্কে জানান এবং অভিযোগ করতে চান।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলী তৈরীর ক্ষমতা

62. (1) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন বলবৎ করার জন্য সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নিয়মাবলী জারী করতে পারবেন।

(2) বিশেষতঃ এবং উপরোক্ত ক্ষমতাকে একটুও সংকুচিত না করে, নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে নিয়ম তৈরী করার ক্ষমতা থাকবে, যথা-

(ক) 9 নং ধারা অনুযায়ী চেয়ারপারসন (সভাপতি) বা সদস্যবৃন্দের নিযুক্তির মেয়াদ ও শর্ত্তাবলী,

(খ) 10 নং ধারা অনুযায়ী চেয়ারপারসন (সভাপতি) এর কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা,

(গ) 12নং ধারার (1) উপধারায় বর্ণিত সভার কার্য্য পরিচালনার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ;

(ঘ) 19নং ধারার (1) উপধারায় বর্ণিত ক্রিয়াকলাপের আবেদনের নিদর্শ ও সে বাবদ দেয় অর্থ (ফিস্) দেবার পদ্ধতি;

(ঙ) 19নং ধারার (2) উপধারায় ব্যবস্থা অনুযায়ী আবেদন করার পদ্ধতি ও নিদর্শ (ফর্ম);

(চ) 20নং ধারার (2) উপধারায় বর্ণিত জৈব সমপদ হস্তান্তর বা ঐ সমপর্কিত মেধা সমপদের হস্তান্তর বিষয়ে আবেদনের নিদর্শ (ফর্ম) ও পদ্ধতি ;

(ছ) 28নং ধারা অনুযায়ী প্রতি আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের নিদর্শ (ফর্ম) যা জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হবে এবং আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষিত বিবরণী, হিসাব নিরীক্ষকের মন্তব্য সহ পেশ করার তারিখ নির্ধারন;

(জ) 29নং ধারার (1) নং উপধারায় বর্ণিত বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাবের নিদর্শ (ফর্ম);

(ঝ) 50নং ধারায় বর্ণিত আপীল আবেদন জমা দেবার নিদর্শ (ফর্ম) এবং সময় ও বিচার পদ্ধতি বিষয়ক;

(ঞ) 50নং ধারার (6)নং উপধারায় বর্ণিত (8th) পর্য্যায়ে জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষের দেওয়ানী আদালতের ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ সংক্রান্ত অতিরিক্ত অন্য সকল বিষয়;

(ট) 61 ধারার (আ) উপধারায় বর্ণিত বিজ্ঞপ্তি জারির পদ্ধতি;

(ঠ) অন্যান্য যে কোন বিষয় যা প্রয়োজন বোধে নিয়ম জারির মাধ্যমে এই তালিকায় না থাকলেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ম তৈরী করা।

(3) এই ধারা অনুযায়ী প্রস্তুত প্রত্যেক নিয়ম-বিধি এবং প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণ-আইন, প্রস্তুত হওয়া মাত্রই সংসদে অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় অথবা ত্রিশ দিনের মধ্যে যেটা ধরা হবে এক বা একাধিক অধিবেশন চলার সময় হিসাব করে এবং অধিবেশন শেষ হবার আগেই বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে । যদি পূর্বোক্ত অধিবেশনে বা একাধিক অধিবেশনে সংসদের উভয়কক্ষ নিয়ম পরিবর্ত্তনে বা নিয়ন্ত্রণ জারিতে রাজি হন বা উভয়কক্ষ ঐ আইন বা নিয়ম জারীতে রাজি না হন বা পরিবর্ত্তন চান তবে ঐ নিয়ম বা আইন বা নিয়ন্ত্রণ জারি হবে না বা পরিবর্ত্তিত আকারে, যেমনটি সংসদের উভয়কক্ষ একমত হয়েছে সেই আকারে চালু বা জারী হবে, আগে বলবৎ কোন নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ বা আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা না দেখিয়ে।

রাজ্য সরকারের নিয়ম তৈরীর ক্ষমতা

63. (1) এই আইন বলবৎ করার জন্য রাজ্য সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ম জারী করতে পারবেন।

(2) বিশেষতঃ এবং উপরোক্ত ক্ষমতাকে একটুও সংকুচিত না করে, নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে নিয়ম তৈরী করার ক্ষমতা থাকবে, যথা -

(ক) 23নং ধারার শর্ত্ত নং(গ) অন্তর্গত রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ কর্ত্তৃক অন্য কিছু দায়িত্ব পালন বিষয়ক;

(খ) 24নং ধারার উপধারা নং(1) এ বর্ণিত পূর্ব সূচনা জ্ঞাপনের নিদর্শ (ফর্ম) প্রস্তুতি;

(গ) 33নং ধারায় বর্ণিত প্রতি আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের নিদর্শ (ফর্ম) ও প্রতিবেদন তৈরীর সময় ঘোষণা;

(ঘ) 34 নং ধারা অনুযায়ী প্রতি আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের নিদর্শ (ফর্ম) যা রাজ্য জৈববৈচিত্র্য পর্ষদ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হবে এবং আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষিত বিবরণী, হিসাব নিরীক্ষকের মন্তব্য সহ পেশ করার তারিখ নির্ধারন;

(ঙ) 37নং ধারা অনুযায়ী ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান বা এলাকার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বিষয়ক;

(চ) 44নং ধারার (1)নং উপধারায় বর্ণিত স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ঐ তহবিলের ব্যবহারের ব্যবস্থা করা;

(ছ) 45নং ধারায় উল্লিখিত বাৎসরিক প্রতিবেদনের নিদর্শ এবং প্রস্তুতির সময় সমপর্কে;

(জ) 46নং ধারা অনুযায়ী স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য তহবিলের হিসাব রক্ষা পদ্ধতি এবং নিরীক্ষিত হিসাব ও হিসাব নিরীক্ষকের মন্তব্য সহ জমা দেবার পদ্ধতি ও তারিখ বিষয়ে;

(ঝ) অন্য যে কোন বিবেচ্য বিষয় ।

(3) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিটি নিয়ম-বিধান ও নিয়ন্ত্রণ-বিধি রাজ্য বিধানসভার দুই কক্ষে বা এক কক্ষ বিশিষ্ট বিধানসভায় নির্দিষ্ট কক্ষে বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

নিয়ম তৈরীর ক্ষমতা

64. জাতীয় জৈববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিয়ম-বিধি প্রণয়ন করবে।

অসুবিধা দূরীকরণের ক্ষমতা

65. (1) যদি কখনও এই আইনের বিধান কার্য্যকরী করার পথে কোন সমস্যা উৎপন্ন হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের ক্ষমতার সঙ্গে সংগতি রেখে ঐ সমস্যা দূরীকরণের জন্য আদেশ জারী করবেন।

যদিও এই জাতীয় সমস্যা দূরীকরণ আদেশ জারীর ব্যবস্থা মূল আইন জারীর দুই বছর চলার পর করা যাবে না।

(2) এই ধারা বলে জারী হওয়া প্রত্যেকটি আদেশনামা প্রস্তুতির পরই সংসদের প্রত্যক কক্ষে বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

সুভাষ সি. জৈন

ভারত সরকারের সেক্রেটারী

জৈববৈচিত্র্য নিয়মাবলী, 2004

পরিবেশ ও বন মন্ত্রক

বিজ্ঞপ্তি

নয়া দিল্লী, 15th এপ্রিল 2005

স.কা.বি. 261 (ক) - জৈববৈচিত্র আইন, 2002 এর 62নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষ (চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের চাকরীর শর্ত্ত, বেতন ও ভাতা) নিয়মাবলী, 2003 এর পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মাবলী চালু করছে, যা এই নিয়মাবলী চালু হওয়ার আগে ঘটে গেছে বা বাদ গেছে তারজন্য ব্যতিত, যথা-

1. **সংক্ষিপ্ত নাম ও বলবৎ করার সময়**

   (ক) এই নিয়মাবলীকে জৈববৈচিত্র নিয়মাবলী, 2004 বলা হবে।

   (খ) এটি 15th এপ্রিল 2004 থেকে বলবৎ হবে।

2. **সংজ্ঞা**

   বিস্তারিত বর্ণনায় যদি অন্যরূপ না বলা থাকে তবে এই নিয়মালবীতে ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল -

   (ক) 'আইন' অর্থ জৈববৈচিত্র আইন, 2002 (2003 এর 18 নং),

   (খ) 'কর্তৃপক্ষ' শব্দের অর্থ হল জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষ যা 8 নং ধারার (1)নং উপধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত।

   (গ) 'জৈববৈচিত্র ব্যবস্থাপনা কমিটি' অর্থ হল 41 ধারার (1) নং উপধারা অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত জৈববৈচিত্র ব্যবস্থাপনা কমিটি।

   (ঘ) 'চেয়ারপারসন' এর অর্থ হল 41 ধারার (1) নং উপধারা অনুযায়ী জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষের প্রধান বা রাজ্য জৈববৈচিত্র পর্ষদের প্রধান।

   (ঙ) 'ফি' অর্থ যে কোন ধরনের নির্দ্দিষ্ট ফি,

   (চ) 'ফর্ম' (নিদর্শ) হল এই নিয়মাবলীর শেষে সংযোজিত ফর্ম (বা নিদর্শ),

   (ছ) 'সভ্য' অর্থাৎ জাতীয় জৈববৈচিত্র কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জৈববৈচিত্র পর্ষদের যে কোন একজন সদস্য যা ঐ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদের প্রধানকেও বোঝায়

   (জ) 'ধারা' অর্থ আইনের একটি ধারা;

(ঝ) 'সচিব' শব্দের অর্থ ধরা হবে কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সময়ের সচিবকে;

(ঞ) এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দ ও প্রকাশগুলি যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি কিন্তু মূল আইনে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেগুলি আইনে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যবহার হবে।

3. <u>চেয়ারপারসন (বা প্রধান) নির্বাচন পদ্ধতি ও নিয়োগের নিয়মবিধি -</u>

(1) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃপক্ষের প্রধান বা চেয়ারপারসন নিযুক্ত করবেন।

(2) উপধারা (1) অনুযায়ী প্রধান পদে প্রতিটি নিযুক্তি ডেপুটেশন ভিত্তিতে হবে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরের কাউকে নির্বাচন করে করতে হবে। যদি এই নিয়োগ ডেপুটেশন ভিত্তিতে হয় তবে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারত সরকারের কর্মরত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার হতে হবে।

4. <u>চেয়ারপারসন (বা প্রধান) পদে কর্মরত থাকার মেয়াদ -</u>

(1) কর্তৃপক্ষের প্রধান বা চেয়ারপারসন তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন এবং পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য হিসাবে গণ্য হবেন।

(2) চেয়ারপারসন হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তির কর্মরত থাকার মেয়াদ বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্তি যা আগে হবে, তখন তার কর্মকাল শেষ হবে।

(3) কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখিত ভাবে এক মাসের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চেয়ারপারসন পদত্যাগ করতে পারবেন।

5. <u>চেয়ারপারসনের বেতন ও ভাতা -</u>

(1) চেয়ারপারসন মাসে 26,000 টাকা বেতন পাবেন। যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি চেয়ারপারসন হন, তবে তাঁর বেতন কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশনামা অনুযায়ী ঐ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মানুযায়ী স্থির হবে।

(2) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন চেয়ারপারসন ভাতা, ছুটি, পেন্‌সন্‌, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর সুবিধা, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

6. <u>বেসরকারী সদস্যবৃন্দের কার্য্যকালের মেয়াদ ও ভাতা -</u>

(1) কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক বেসরকারী সদস্যের কার্য্যকাল সরকারী গেজেটে তাঁর নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এককালীন তিন বছর মেয়াদের হবে।

(2) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কমিশন বা কমিটির বেসরকারী সদস্যদের জন্য নির্দ্ধারিত হারে কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যেক বেসরকারী সদস্য সভায় যোগ দেবার জন্য ভাতা, ভ্রমণভাতা, দৈনিক ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা পাবেন।

7. **বেসরকারী সদস্যবৃন্দের পদ পূরণ**

(1) কর্ত্তৃপক্ষের একজন বেসরকারী সদস্য যে কোন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজ হাতে লেখা পত্র মারফৎ পদত্যাগ করতে পারবেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের ঐ পদটি তৎক্ষনাৎ শূন্য হবে।

(2) কর্ত্তৃপক্ষের বেসরকারী সদস্যপদ-এর নৈমিত্তিক শূন্যতা সমপূর্ন নূতন মনোনয়নের দ্বারা পূর্ণ হবে এবং যে ব্যক্তি মনোনীত হবেন তিনি যার স্থলে মনোনয়ন পেলেন তার বাকী কার্য্যকালের মেয়াদ অবধি সদস্য থাকবেন।

8. **কর্ত্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের অপসারণ -**

আইনের 11 নং ধারার কোন একটি কারণেও যদি সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভারত-সরকারের সচিব পর্যায়ের নীচে নয় এমন কোন আধিকারিক দ্বারা উপযুক্ত এবং যথেষ্ট অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঐ সদস্যের বক্তব্য শোনার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে, যা না করে কাউকে অপসারণ করা যাবে না।

9. **কর্ত্তৃপক্ষের সচিব -**

(1) কর্ত্তৃপক্ষ একজন সচিব নিয়োগ করবেন।

(2) সচিবের নিয়োগের শর্ত্তাবলী কর্ত্তৃপক্ষের নিয়মাবলী অনুযায়ী স্থির হবে।

(3) সচিবের দায়িত্ব হবে সকল কাজের সমন্বয় করা, কর্ত্তৃপক্ষের তরফে সভা আহ্বান করা, সভার কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং কর্ত্তৃপক্ষ নির্দেশিত অন্যান্য যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করা।

10. **কর্ত্তৃপক্ষের সভা -**

(1) কর্ত্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় দপ্তরে অথবা চেয়ারপারসন দ্বারা স্থির করা অন্য কোন স্থানে বছরে তিনমাস পরপর অন্ততপক্ষে চারবার কর্ত্তৃপক্ষ মিলিত হবেন ।

(2) কর্ত্তৃপক্ষের কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের লিখিত অনুরোধে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চেয়ারপারসন কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সভা ডাকতে পারেন।

(3) সাধারণ সভার জন্য সদস্যদের অন্ততঃ পনের দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং বিশেষ সভার জন্য অন্ততঃ তিন দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, বিজ্ঞপ্তিতে সভার উদ্দেশ্য, সময় ও স্থান যেখানে সভা অনুষ্ঠিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

(4) প্রতিটি সভাই চেয়ারপারসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের থেকে নির্বাচিত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

(5) কর্তৃপক্ষের সভার সকল সিদ্ধান্ত, প্রয়োজনে উপস্থিত সদস্যদের সংখাধিক্য ভোটে গৃহীত হবে এবং চেয়ারপারসন বা তাঁর অনুপস্থিতিতে যিনি সভাপতিত্ব করবেন তিনি প্রয়োজনে দ্বিতীয় ভোট বা কাষ্টিং ভোট দিতে পারবেন।

(6) প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট থাকবে।

(7) অন্ততঃ পাঁচজন সদস্যের (কোরাম) উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ সভার কাজ সমপন্ন করতে পারবে।

(8) অন্ততঃ দশদিন আগে জানানো না হলে কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন বিষয় সভায় বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না, যদিও চেয়ারপারসন তাঁর শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনুমতি দিলে তা সভায় গৃহীত হতে পারে।

(9) সদস্যদের সভার বিজ্ঞপ্তি পত্রবাহক মারফত বা রেজিস্ট্রি ডাক যোগে সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানের ঠিকানায় পাঠাতে হবে অথবা কর্তৃপক্ষের সচিব অবস্থা অনুযায়ী যে পদ্ধতি উপযুক্ত মনে করবেন তার মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

11. **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োগ এবং তার সদস্যদের অধিকার -**

(1) কর্তৃপক্ষ বিবেচনা অনুযায়ী যে কোন সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন করতে পারবে যা কর্তৃপক্ষের সমপূর্ন সদস্য অথবা সমপূর্ন সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদ্বারা অথবা কিছু সদস্য ও কিছু সদস্য নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হতে পারে।

(2) কর্তৃপক্ষের সদস্য ব্যতিত সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ সভায় যোগদানের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও ভাতা পাবেন।

12. **কর্তৃপক্ষের সাধারণ কার্য্যাবলী -**

কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কাজ গুলি করতে পারে -

(1) আইনের 3, 4 এবং 6 ধারা অনুযায়ী কাজের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী স্থির করবে;

(2) কেন্দ্রীয় সরকারকে জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ, তার অংশবিশেষের টেঁকসই ব্যবহার এবং জৈব সম্পদ ব্যবহারজাত লাভের সুষ্ঠু ও সমভাবে সুবিধা ভাগাভাগি বিষয়ে পরামর্শ দেবে;

(3) রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদগুলির ক্রীয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করবে;

(4) রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদগুলিকে কারিগরী সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করবে;

(5) অনুসন্ধান, গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করবে (Commission) ;

(6) কর্তৃপক্ষের কাজের কারিগরী সহায়তা করার জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ করবে যার কার্য্যকাল তিন বছরের বেশী হবে না ; কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট কোন পরামর্শদাতাকে প্রয়োজনে তিন বছরের বেশী সময়ের জন্য নিয়োগ করা যাবে।

(7) জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ, তার অংশবিশেষের টেঁকসই ব্যবহার এবং জৈব সমপদ সমপর্কিত জ্ঞান ও ব্যবহারজাত লাভের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, নথীকরন, কারিগরী এবং সংখ্যা তথ্য প্রকাশ করা ও নির্দেশিকা (Codes, mannual) প্রস্তুতি ও প্রকাশ করা;

(8) জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ, তার অংশবিশেষের টেঁকসই ব্যবহার এবং জৈব সম্পদ সমপর্কিত জ্ঞান ও ব্যবহারজাত লাভের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি বিষয়ে জনমাধ্যমের সাহায্যে একটি সর্বাঙ্গীন কার্য্যক্রম তৈরী করা;

(9) যে সকল কর্মী জৈব বৈচিত্র সংরক্ষন ও তার অংশবিশেষের টেঁকসই ব্যবহার বিষয়ে কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছেন বা নিযুক্ত হতে পারেন তাদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করা;

(10) কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুতি করবে যাতে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদান অন্তর্ভূক্ত হবে। বাজেটে অন্তর্ভূক্ত কেন্দ্রীয় অনুদান কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী হবে।

(11) কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য নতুন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করতে পারবে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্ অনুমোদন ছাড়া স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা যাবে না ।

(12) নিজস্ব আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি অনুমোদন করবে।

(13) জৈব সমপদের কার্য্যকর ব্যবস্থাপনা এবং টেঁকসই ব্যবহারের জন্য জৈব বৈচিত্র নথি এবং ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডারের মাধ্যমে জৈব সমপদ ও সংশ্লিষ্ট পরমপরালব্ধ জ্ঞান সমপর্কে তথ্য প্রদান বা তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে ।

(14) জৈব বৈচিত্র আইনের ফলপ্রসু প্রয়োগের জন্য রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ গুলিকে এবং জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গুলিকে লিখিত নির্দেশ দেবে।

(15) কর্তৃপক্ষের কার্য্যকারিতা এবং আইনের ফলপ্রসু প্রয়োগ বিষয়ে কেন্দ্রী সরকারকে অবগত করবে।

(16) ধারা 6 -এর উপধারা (1) অনুযায়ী জৈব সমপদের সুফল ভাগাভাগির ফি সংগ্রহ-এর হার, তার পরিবর্তন বা প্রবর্তন বিষয়ে সুপারিশ করবে এবং 19 ধারার (2)নং উপধারা অনুযায়ী রয়ালটীর হারের পরিবর্ত্তনের বা প্রবর্তনের সুপারিশ করবে।

(17) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ এবং জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গুলিকে অনুদান এবং সাহায্য মূলক অনুদান মঞ্জুর করবে।

(18) আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে যে কোনো এলাকা পরিদর্শন করবে।

(19) ভারতের কোন জৈব সমপদ ও তা সমপর্কিত জ্ঞান বেআইনি পথে দেশের বাইরের কোন দেশে পাচার হয়ে গিয়ে মেধা সমপদ-এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয় বা মঞ্জুর হয় তবে তার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালাবার জন্য আইনজ্ঞ নিয়োগ করবে।

(20) বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত বা প্রদত্ত যে কোন কাজ করবে।

13. <u>চেয়ারপারসন (বা প্রধান)-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা -</u>

(1) কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন ক্রীয়াকলাপ চেয়ারপারসন সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রন করবেন;

(2) 10 নং ধারার ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখে, কর্তৃপক্ষের আধিকারিক ও কর্মীদের সাধারণ তত্বাবধানের ক্ষমতা চেয়ারপারসনের থাকবে এবং তিনি কর্তৃপক্ষের ক্রীয়াকলাপ ব্যবস্থানপার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করতে পারবেন।

(3) কর্তৃপক্ষের যাবতীয় নথি ও গোপনীয় কাগজপত্র চেয়ারপারসনের হেফাজতে থাকবে এবং সেগুলির নিরাপদ তত্বাবধানের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

(4) কর্তৃপক্ষের যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ চেয়ারপারসনের সই সহযোগে অথবা এই বিষয়ে তাঁর সম্মতিপূর্ণ নির্দেশে অন্য কোন আধিকারিকের সই সহযোগে জারী হবে।

(5) চেয়ারপারসন, হয় নিজে ব্যক্তিগতভাবে অথবা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন আধিকারিককে বিধিসম্মত ক্ষমতা দিয়ে, অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় মঞ্জুর ও নির্বাহ করবেন।

(6) চেয়ারপারসনের প্রশাসনিক ও কারীগরী কার্য নির্বাহের জন্য আনুমানিক ব্যয় মঞ্জুর করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

(7) চেয়ারপারসন সামগ্রিকভাবে কর্তৃপক্ষের সমস্ত সভা আহ্বান ও সভাপতিত্ব করবেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির উপযুক্ত ভাবে রূপায়ণ সুনিশ্চিত করবেন।

(8) কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অন্য যে কোন ধরণের ভূমিকার জন্য চেয়ারপারসনকে দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন বা সেই ভূমিকা পালন করবেন।

14. জৈব সমপদ বা ঐ সমপর্কিত পরমপরা লব্ধ জ্ঞান আহরনের (access) পদ্ধতি -

(1) যদি কোন ব্যক্তি কোনও জৈব সম্পদ এবং তদ্ সংলগ্ন জ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্যে অথবা বাণিজ্যিক ব্যবহার-এর জন্য আয়ত্ত করতে চান তবে ফর্ম নং 1-এ কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে ;

(2) উপবিধি (1) অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নামে দশ হাজার টাকার চেক্ বা ড্রাফট ফিস্ হিসাবে জমা দিতে হবে;

(3) কর্তৃপক্ষ, আবেদনপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে যথাসম্ভব ছয় মাসের মধ্যে স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে এবং যদি প্রয়োজন মনে হয় তবে আবেদনকারীরকাছ থেকে বা অন্য যে কোন সূত্র থেকে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করে বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেবেন ।

(4) আবেদনপত্রের যোগ্যতা সমপর্কে সন্তুষ্ট হ'লে কর্তৃপক্ষ যা উপযুক্ত বলে মনে করবে সেইরূপ শর্ত্ত ও নিয়মবিধি সাপেক্ষে জৈব সমপদ বা ঐ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অনুমোদন দিতে পারেন।

(5) উপরোক্ত প্রাপ্তির অনুমোদন কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তি সই-এর মাধ্যমে হবে ।

(6) উপবিধি (5)-এ উল্লিখিত চুক্তিপত্র কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিতভাবে তৈরী করবেন, যথাঃ-

(ক) অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ;

(খ) জৈব সমপদের সমপূর্ণ বিবরণ এবং সেই সমপদ সংশ্লিষ্ট পরমপরালব্ধ জ্ঞান যাবতীয় তথ্য;

(গ) জৈব সমপদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য (গবেষণা, প্রজনন, বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদি)

(ঘ) শর্তাবলী যার মাধ্যমে আবেদনকারী মেধা সমপদের অধিকার পেতে পারেন;

(ঙ) আর্থিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক লাভের পরিমাণ। যদি কোন জৈব সমপদকে গবেষণার জন্য গ্রহণ করে পরবর্ত্তীকালে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাওয়া হয় তবে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং পরবর্ত্তী পর্যায়ে যদি আরো উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হয় তবে প্রতিটি উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিরও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

(চ) কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়া প্রাপ্ত জৈব সমপদ এবং সেই সমপর্কিত পরমপরালব্ধ জ্ঞান কোন তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করা যাবে না।

(ছ) যে সকল জৈব সমপদের প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে তা সমপর্কে কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্থিরকৃত গুণগত বৈশিষ্ট এবং পরিমাণগত সীমা মানতে হবে।

(জ) আবেদনকারীকে জৈব সমপদ প্রাপ্তির সময় ৩৯ ধারায় চিহ্নিত সংরক্ষণাগারে ঐ সমপদের নমুনা জমা দেবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঝ) কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে গবেষণার অগ্রগতির বিবরণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ফলাফলের রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

(ঞ) জৈব বৈচিত্র আইন ও নিয়মাবলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বলবৎ আইন মানতে হবে।

(ট) প্রাপ্ত জৈব সমপদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও তার টেঁকসই ব্যবহারের জন্য অঙ্গীকার করতে হবে।

(ঠ) সংগ্রহের সময় পরিবেশের উপর প্রভাব যতদূর সম্ভব কম হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ড) আইনী সংস্থান যথা চুক্তির মেয়াদ, চুক্তি বাতিল করার জন্য বিজ্ঞপ্তি, পৃথক পৃথক চুক্তিধারার বলবৎ হবার স্বাধীনতা, চুক্তি বাতিল হওয়া স্বত্বেও সুফল ভাগাভাগির শর্ত সংরক্ষিত রাখা, অজানা কোন সীমাবদ্ধতার দায় (প্রাকৃতিক দুর্যোগ), আরবিট্রেশন (বিতর্কিত) বিষয় নিস্পত্তি, যে কোন গোপনীয়তা রক্ষার ধারা।

(7) জৈব সমপদ প্রাপ্তির অনুমোদন দেবার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার শর্ত থাকবে;

(8) কর্তৃপক্ষ যদি কোন কারণে আবেদন মঞ্জুর না করতে পারেন তবে লিখিতভাবে কারণ বর্ণনা করে আবেদন বাতিল করতে পারবেন;

(9) আবেদনকারীকে যথাসঙ্গত না সুযোগ দিয়ে বা তার বক্তব্য না শুনে কোন আবেদনই বাতিল করা যাবে না।

(10) কর্তৃপক্ষ যে সকল আবেদন মঞ্জুর করবেন তার ব্যপক প্রচারের জন্য ছাপা প্রচার মাধ্যম বা বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নেবেন এবং যে সকল শর্তাধীনে অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে তা পালিত হচ্ছে কিনা তা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা করে দেখবেন।

15. <u>প্রপ্তির সুযোগ বাতিল করা বা অনুমোদন প্রত্যাহার করা -</u>

(1) 15 নং বিধি অনুযায়ী পূর্বে মঞ্জুর করা অনুমোদন কোন অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করতে এবং নিম্নলিখিত শর্তে লিখিত চুক্তি বাতিল করতে পারবে, যথা -

(ক) যে ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তিনি আইনের ধারা লঙ্ঘন করেছেন বা অনুমতির শর্ত ভঙ্গ করেছেন বলে যুক্তিসঙ্গত ধারণা হ'লে;

(খ) যে ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তিনি চুক্তির শর্ত মানতে ব্যর্থ হয়েছেন;

(গ) অনুমতি পাবার শর্তাবলীর কোন একটি পালনে ব্যর্থতা;

(ঘ) ব্যাপক জনস্বার্থের বিঘ্ন ঘটার জন্য বা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণের বিঘ্ন ঘটার জন্য।

(2) কর্তৃপক্ষ প্রতিটী অনুমোদন প্রত্যাহার আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ এবং জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিকে পাঠাবে যাতে তা কার্য্যকর হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ, যদি কিছু হয়ে থাকে তার মাত্রা নির্দ্ধারণ এবং ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

16. জৈব সমপদের প্রাপ্তি সংক্রান্ত কাজকর্মের বিধি নিষেধ-

(1) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী জৈব সমপদের প্রাপ্তি সংক্রান্ত অনুরোধ নিম্নলিখিত কারণের জন্য নিয়ন্ত্রন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে -

(ক) অবলুপ্ত প্রায় কোন জৈব সমপদের প্রাপ্তির অনুরোধ;

(খ) কোন বিশিষ্ট দেশজ (যা পৃথিবীতে কেবল ঐ অঞ্চলেই পাওয়া যায়) এবং দুস্প্রাপ্য প্রজাতির প্রাপ্তির অনুরোধ;

(গ) কোন জৈব সমপদের প্রাপ্তির অনুরোধ যা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে;

(ঘ) কোন জৈব সমপদের প্রাপ্তির অনুরোধ যা পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে যার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিপূরণ দুষ্কর;

(ঙ) যদি নির্দিষ্ট জৈব সমপদের প্রাপ্তির অনুরোধ জিনগত অবক্ষয় ঘটায় বা বাস্তুতন্ত্রের কার্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারে;

(চ) জৈব সমপদের ব্যবহার যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি বিরোধী হয়।

17. গবেষণালব্ধ ফল হস্তান্তরের অনুমোদন চাওয়ার পদ্ধতি -

(1) কোন ব্যক্তি যদি ভারতে প্রাপ্ত জৈব সমপদ নিয়ে গবেষণার ফল আর্থিক মূল্যে বিদেশী মানুষ, বিদেশী কোমপানী এবং অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করতে চান তবে তাঁকে কর্তৃপক্ষের কাছে ফর্ম নং 2 -তে আবেদন করতে হবে।

(2) 1 নং উপবিধি অনুযায়ী প্রতিটী আবেদন পত্রের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নামে পাঁচ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা চেক ফিস্ বাবদ জমা দিতে হবে।

(3) 1 নং উপবিধি অনুযায়ী প্রতিটী আবেদন কর্তৃপক্ষ পাওয়ায় যথাসম্ভব তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

(4) কর্তৃপক্ষ যদি আবেদনকারীর সকল শর্ত পূরণের বিষয়ে সন্তুষ্ট হন তবে গবেষণার ফল হস্তান্তরের আবেদনে মঞ্জুরী দেবেন, প্রয়োজনে প্রতিটী ক্ষেত্রের অবস্থা বিচারে নতুন কোন নিয়ম ও শর্ত আরোপ করতে পারেন।

(5) হস্তান্তরের আবেদন মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ হবে। লিখিত চুক্তির বয়ান কর্তৃপক্ষ যেমন স্থির করবেন তাই হবে।

(6) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন কোন আবেদন মঞ্জুর যোগ্য নয় তবে লিখিত ভাবে কারণ ঘোষণার মাধ্যমে তা অগ্রাহ্য করতে পারেন, যদিও আবেদন অগ্রাহ্য করার আগে আবেদনকারীকে তার বক্তব্য পেশ করার উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে।

18. **মেধা সমপদের সুরক্ষার আবেদন করার আগে পূর্ব অনুমোদন পাওয়ার পদ্ধতি -**

(1) যদি কোন ব্যক্তি ভারতে প্রাপ্ত জৈব সমপদ এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার সংক্রান্ত পেটেন্ট বা অন্যরূপ কোন মেধা সমপদের অধিকারের জন্য আবেদন করতে চান তবে তা ফর্ম নং 3 -এ করতে হবে ।

(2) উপরোক্ত উপবিধি (1) অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনের সঙ্গে ফিস্ বাবদ পাঁচশ টাকা দিতে হবে।

(3) কর্তৃপক্ষ আবেদন পাবার তারিখ থেকে যথাসম্ভব তিন মাসের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের পর, আবেদন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

(4) যদি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারী প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছেন, তবে কর্তৃপক্ষ পেটেন্টের আবেদন বা অন্য কোন মেধা স্বত্বের অধিকার মঞ্জুর করতে পারেন, প্রয়োজনে প্রতিটী ক্ষেত্রের অবস্থা বিচারে স্বতন্ত্র নিয়ম ও শর্ত আরোপ করতে পারেন।

(5) আবেদন মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ হবে। লিখিত চুক্তির বয়ান কর্তৃপক্ষ যেমন স্থির করবেন তাই হবে।

(6) কর্তৃপক্ষের যদি কোন আবেদন বাতিলযোগ্য বলে তা মনে হয় তবে কারণ লিপিবদ্ধ করে তা বাতিলও করতে পারেন। আবেদন বাতিল করার আগে আবেদনকারীকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

19. **20 নং ধারার (2)নং উপধারা অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তরের পদ্ধতি -**

(1) যে ব্যক্তিবর্গ জৈব সমপদ এবং ঐ সমপর্কিত জ্ঞান প্রাপ্তির অনুমতি পেয়েছেন এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে তা হস্তান্তর করতে চান তবে তাকে ফর্ম নং 4 -এ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

(2) উপবিধি (1) অনুযায়ী প্রত্যেকটি আবেদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নামে চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট মারফৎ দশ হাজার টাকা ফিস্‌ জমা দিতে হবে।

(3) কর্তৃপক্ষ আবেদন পাবার তারিখ থেকে যথাসম্ভব ছয় মাসের মধ্যে অতিরিক্ত কোন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন থাকলে, তা সংগ্রহ করে, সিদ্ধান্ত জানাবে।

(4) কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী সকল শর্ত পূরণ করেছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হলে তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তরের আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন, প্রয়োজনে প্রতিটী ক্ষেত্রের অবস্থা বিচারে নতুন কোন নিয়ম ও শর্ত আরোপ করতে পারেন।

(5) 4 নং উপবিধি অনুযায়ী আবেদন মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের তরফে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে হবে। চুক্তির বয়ান কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন।

(6) কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে কারণ ঘোষণা করে কোন আবেদন বাতিলও করতে পারবেন, যদিও এই জাতীয় বাতিল ঘোষণা করার আগে আবেদনকারীর বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।

20. **লাভের সমবন্টনের শর্তাবলী (21 নং ধারা অনুযায়ী) -**

(1) কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফৎ লাভের সমবন্টনের সূত্র ও নির্দেশাবলী প্রকাশ করবেন।

(2) নির্দেশাবলীতে থাকবে আর্থিক ও অন্যান্য লাভ যথা লয়ালটি; যৌথ ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা; কারিগরী পদ্ধতি হস্তান্তর; পণ্য উন্নয়ন; শিক্ষা ও সচেতনতা উন্নয়ন প্রচেষ্টা; প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা তৈরী ও প্রচেষ্টার মূলধন তহবিল।

(3) লাভের সমবন্টন সূত্র ক্ষেত্র অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

(4) কর্তৃপক্ষ জৈব সমপদের ও তার সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে পাওয়া গবেষণালব্ধ সুফল বা পেটেন্টের আবেদন এবং মেধা স্বত্ব অধিকার (ঙঠচ) বা তৃতীয় পক্ষকে ফলাফল হস্তান্তর যখন আবেদন মঞ্জুর করবেন তখন ঐ জৈব সমপদের বা তার সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ব্যবহার জনিত লাভের সমবন্টনের নিয়ম ও শর্ত আরোপ করবে।

(5) লাভের পরিমাণ আবেদনকারী ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষ আলোচনার ভিত্তিতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও লাভের দাবীদারবর্গের সঙ্গেও আলোচনা করে প্রাপ্তির শর্তসাপেক্ষ, ব্যবহারের পরিমাণ, টেঁকসই কিনা জানা, প্রত্যাশিত ফলশ্রুতি ও তার প্রভাব বিবেচনা করে এবং জৈব সমপদের সংরক্ষণ ও টেঁকসই ব্যবহার-এর বিঘ্ন না ঘটিয়ে, স্থির করতে হবে।

(6) প্রত্যেকটী ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ, সংক্ষিপ্ত, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে লাভের বন্টন যাচাই করার জন্য, সময়সীমা ধার্য্য করবেন ।

(7) লাভ যেন জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ ও তার টেঁকসই ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করে তা কর্তৃপক্ষ দেখবেন ।

(8) যখন কোন জৈব সমপদ বা সে সমপর্কিত জ্ঞান কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত হবে, তখন কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবেন যাতে স্বীকৃত অর্থ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরাসরি তাদেরকে দেওয়া হয় । যেক্ষেত্রে কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংস্থাগুলি সুনিশ্চিত নয় তখন আর্থিক লাভ জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য তহবিলে জমা দিতে হবে।

(9) নির্দ্ধারিত লাভের পাঁচ শতাংশ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদের প্রশাসনিক ও সহায়তা ব্যয় (service charge) এর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

(10) কর্তৃপক্ষ, 4 নং উপবিধি অনুযায়ী নিজস্ব স্থির করা পদ্ধতিতে আর্থিক লাভের ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন ।

21. **জাতীয় জৈব বৈচিত্র তহবিলের প্রয়োগ -**

(1) জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য তহবিল কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন বা অন্য কোন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, যাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তার দ্বারা পরিচালিত হবে।

(2) জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য তহবিলে দুই প্রকার পৃথক হিসাবের খাত থাকবে, এক, যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অপরটী হ'ল ফি আদায়, লাইসেন্স ফি, রয়ালটি এবং কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অন্যান্য আদায়।

22. **জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন -**

(1) প্রতিটী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ প্রশাসনিক এলাকার জন্য একটি জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করবেন।

(2) উপবিধি (1) অনুযায়ী গঠিত জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতিতে একজন প্রধান বা চেয়ারপারসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মনোনীত অনধিক ছয়জন সদস্য থাকবে, এই সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মহিলা ও 18 শতাংশ তপশীল জাতি বা উপজাতি সদস্য দ্বারা গঠিত হবে।

(3) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের কাস্টিং ভোটাধিকার থাকবে।

(4) জৈব বৈচিত্র্য সমিতির প্রধানের কার্য্যকালের মেয়াদ তিন বছর হবে।

(5) সমিতির সভায় স্থানীয় বিধানসভা সদস্য / বিধান পরিষদ সদস্য এবং স্থানীয় লোকসভা সদস্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হবেন।

(6) জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির (BMC)-র মূল কাজ হবে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জন জৈব বৈচিত্র্য নথি প্রস্তুত করা। ঐ নথিতে থাকবে স্থানীয় জৈব বৈচিত্র্যের ও সেই সমপর্কিত জ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য, তাদের ওষধিগুন বা অন্যান্য ব্যবহার বা ঐ সমপর্কিত প্রাচীন জ্ঞানের তথ্য।

(7) জৈব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির অন্যান্য কাজগুলি হল রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সূচিত কোন অনুমোদনযোগ্য আবেদন বিবেচনা করা, স্থানীয় বৈদ্য বা চিকিৎসক যারা জৈব সমপদের ব্যবহার করেন তাদের সমপর্কে তথ্য রাখা।

(8) কর্তৃপক্ষ জন জৈব বৈচিত্র্য নথিকরণ কিভাবে হবে, তার মধ্যে কি কি তথ্য থাকবে এবং ইলেকট্রনিক তথ্য ভাণ্ডার কিভাবে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেবেন।

(9) কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতিকে জন জৈব বৈচিত্র্য নথি প্রস্তুত করার জন্য পথনির্দেশ এবং কারীগরি সহায়তা দেবেন।

(10) জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি জন জৈব বৈচিত্র্য নথির তথ্য যাচাই করবেন এবং তা সংরক্ষন করবেন।

(11) স্থানীয় জৈব সমপদ ও তা সমপর্কিত জ্ঞান আহরণ জন্য যে সব অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ, ফি সংগ্রহের বিবরণ এবং প্রাপ্ত লাভের এবং লভ্যাংশ বন্টনের বিস্তারিত তথ্য সন্নিহিত করে সমিতিকে একটি রেজিস্টার রাখতে হবে।

23. **50 নং ধারা অনুযায়ী বিবাদ নিস্পত্তির জন্য আপীল -**

(1) যদি কর্তৃপক্ষ অথবা এক রাজ্য জৈব বৈচিত্র পর্ষদ বা এক পর্ষদের সঙ্গে অন্য পর্ষদের কোন আদেশের রূপায়ণ বা নির্দেশ নিয়ে বা নীতি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় তবে যে কোন বিক্ষুব্ধ পক্ষ অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ বা পর্ষদ যাই হোক্ না কেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবাদ নিস্পত্তির জন্য 50 নং ধারা মতে এবং 5 নং ফর্মে ভারত সরকাররের বন এবং পরিবেশ দপ্তরের সচিবের কাছে আপীল করতে পারবেন ।

(2) যদি এক রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ-এর সঙ্গে অন্য একটি পর্ষদ বা পর্ষদ-সমূহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে যে কোন এক বিক্ষুব্ধ পর্ষদ বা পর্ষদসমূহ যিনিই হোন না কেন, বিবাদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে পারবেন, যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট নিস্পত্তির জন্য পাঠাবেন।

(3) আপীল আবেদনের স্মারকলিপিতে বিবাদের বিবরণ ও বিক্ষোভের বিস্তারিত ক্ষেত্রের বর্ণনা যার ভিত্তিতে আবেদনকারী আপীল জানাচ্ছেন, তা থাকতে হবে এবং কি নিস্পত্তি চান তা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে।

(4) আপীল আবেদনের স্মারকলিপির সঙ্গে আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্তের প্রামান্য অনুলিপি দিতে হবে এবং ঐ স্মারকলিপিতে আবেদনকারীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে স্বাক্ষর করতে হবে।

(5) বিবাদস্থ আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্ত ঘোষণার 30 দিনের মধ্যে হয় ব্যক্তিগতভাবে হাতে হাতে অথবা প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদসহ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে আপীল আবেদন চার প্রস্থে জমা দিতে হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার আপীল করার বিলম্বের কারণের উপযুক্ততায় সন্তুষ্ট হন তবে বিবাদস্থ আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্ত ঘোষণার 30 দিনের পরে, কিন্তু 45 দিনের মধ্যে, লিখিতভাবে কারণটি লিপিবদ্ধ করে আবেদন করতে পারবেন।

(6) আপীল নিস্পত্তির শুনানীর জন্য বিজ্ঞপ্তি 6 নং ফর্মে রেজিস্ট্রী ডাকে, প্রাপ্তি স্বীকারের বসিদ সহ, পাঠাতে হবে।

.

(7) কেন্দ্রীয় সরকার আবেদনকারী ও অপরপক্ষের বক্তব্য শোনার পর আপীল আবেদনের নিস্পত্তি করবেন।

(8) আপীল আবেদনের নিস্পত্তি করতে গিয়ে বিবাদস্থিত আদেশ, নির্দেশ বা নীতি সিদ্ধান্তের আংশিক, সমপূর্ন বদল বা বাতিল করা যাবে।

(9) আপীল আবেদন নিস্পত্তি করার সময় কর্ত্তৃপক্ষ সর্বদা স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করবেন, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নিয়ম অনুযায়ী করতে বলা হয়েছে।

24. **<u>61নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারীর পদ্ধতি -</u>**

(1) 61 নং ধারার (খ) উপ-ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারীর পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে , যথা -

(অ) ফর্ম নং 7-এ লিখিত আকারে বিজ্ঞপ্তি জারী হবে

(আ) যিনি বিজ্ঞপ্তি জারী করছেন তিনি তা পাঠাবেন -

(ক) যদি অভিযুক্ত অপরাধ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ঘটে তবে জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্ত্তৃপক্ষের চেয়ারপারসনকে;

(খ) যদি অভিযুক্ত অপরাধ রাজ্য শাসিত এলাকায় ঘটে, তবে তা রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদের চেয়ারপারসনকে।

(2) উপবিধি (1)-এ উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ সহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠাতে হবে; এবং

(3) উপবিধি (1) অনুযায়ী যেদিন কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিটি পাবেন সেই তারিখ থেকে 61 নং ধারার (b) উপধারায় 30 দিনের মেয়াদ ধরা হবে।

নিদর্শ (Form) - 1

(14 নং নিয়ম দেখুন)

জৈব সমপদ এবং তদ্ সংক্রান্ত পরমপরালব্ধ জ্ঞান প্রপ্তির জন্য আবেদনপত্র

অংশ - A

(1) আবেদনকারী সমপর্কীয় পূর্ণ বিবরণ -

(2) নাম

(3) স্থায়ী ঠিকানা -

(4) ভারতে বসবাসকারী যোগাযোগ রক্ষাকারী কোন ব্যক্তি / প্রতিনিধির ঠিকানা -

(5) সংগঠনের কার্য্যধারার রূপরেখা / পরিচিতি (একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ব্যক্তির কার্য্যধারার পরিচিতি বা রূপরেখা) (বিবৃতির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র যুক্ত করবেন)

(6) ব্যবসার প্রকৃতি -

(7) সংগঠনের বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)

2. যে জৈব বস্তু এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী তার বিস্তারিত বিবরণ ও ধরণ সমপর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য।

(ক) জৈব সমপদটীর সনাক্তকরণ (বিজ্ঞানসম্মত নাম) এবং তার পরমপরাগত ব্যবহার,

(খ) সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তাবিত স্থানটীর ভৌগলিক অবস্থান,

(গ) প্রাচীন জ্ঞানের বিবরণ/ধরণ (মৌখিক /প্রামান্য),

(ঘ) উদ্দিষ্ট প্রাচীন জ্ঞান কোন্ ব্যক্তিবিশেষ/গোষ্ঠীর অধিগত,

(ঙ) জৈব সমপদটী কি পরিমাণে সংগ্রহ করা হবে (সংগ্রহের কার্যসূচী)

(চ) প্রস্তাবিত জৈব সমপদ কতদিন ধরে সংগ্রহ করা হবে,

(ছ) জৈব সমপদ নির্বাচনের জন্য সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি সংখ্যা ও নাম

(জ) প্রস্তাবিত সংগ্রহের উদ্দেশ্য, সেই সমপর্কীয় গবেষণা, বর্তমান ও সম্ভাব্য বাণিজ্যিক ব্যবহার,

(ঝ) এই প্রস্তাবিত সমপদ সংগ্রহের ফলে জৈব সমপদের অন্য কোন অংশের বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না?

3. কোন জাতীয় সংস্থা এই গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহন করলে তার বিস্তারিত বিবরণ-

4. সংগৃহীত জৈব সমপদের প্রাথমিক গন্তব্যস্থানের নাম এবং গবেষণা ও উন্নয়নের কার্যস্থানের পরিচয়

5. আর্থিক বা অন্য কোন লাভ যা মেধা স্বত্ত মারফত প্রাপ্য হবে, সংগৃহীত জৈব সমপদ ও তার সম্পর্কিত জ্ঞান-এর ভিত্তিতে পাওয়া পেটেন্ট-এর অধিকার বা আবেদনকারী নিজে বা তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশ অর্জন করতে পারেন ।

6. সংগৃহীত জৈব সমপদ ও তার সমপর্কীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে জৈব কারিগরী, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা অন্য কোন লাভ যা আবেদনকারী বা আবেদনকারী যে দেশের নাগরিক সেই দেশ পেতে পারে?

7. সংগৃহীত জৈব সমপদ ও প্রাচীন জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত লভ্যাংশ যা ভারতীয় সমাজে বা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে বর্ত্তাতে পারে-

8. লাভের বন্টন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি -

9. অন্য যা কিছু তথ্য যা আনুষাঙ্গিক বলে মনে হয়-

অংশ - B

<u>ঘোষণা পত্র</u>

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

- প্রস্তাবিত জৈব সমপদ সংগ্রহের ফলে ঐ সমপদের টেঁকসই অবস্থানের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না;

- প্রস্তাবিত জৈব সমপদ সংগ্রহ পরিবেশের ওপর কোন প্রভাব ঘটাবে না;

- প্রস্তাবিত জৈব সমপদ সংগ্রহ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের কোন বিপদ ঘটাবে না;

- প্রস্তাবিত জৈব সমপদ সংগ্রহ স্থানীয় মানুষের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না;

আমি/আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, আবেদনপত্রে যে সব তথ্য দেওয়া হল তা আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা ঐ সকল তথ্য মিথ্যা বা ভুল হলে তার জন্য দায়ী থাকবো।

স্বাক্ষর

স্থান — নাম

তারিখ — পদমর্যাদা

নিদর্শ (Form) - 2

(17 নং নিয়ম দেখুন)

জৈব সমপদের উপর গবেষণা লব্ধ ফল বিদেশী ব্যক্তি, কোমপানীকে, অনাবাসী কোন ভারতীয়কে বাণিজ্যিক ব্যবহার উদ্দেশ্যে হস্তান্তরের জন্য জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষের কাছে আগাম অনুমোদনের আবেদন পত্র।

1. আবেদনকারীর পূর্ণ বিবরণ
   - (ক) নাম
   - (খ) ঠিকানা
   - (গ) পেশার বিস্তারিত বিবরণ
   - (ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করুন)
2. গবেষণার ফলের পূর্ণ বিবরণ -
3. গবেষণায় ব্যবহৃত জৈব সমপদের এবং / অথবা তৎসম্পর্কিত ব্যবহৃত জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ

4. গবেষণার জন্য ব্যবহৃত জৈব সমপদটীর আহরণস্থলের ভৌগলিক অবস্থান -

5. পরমপরালব্ধ জ্ঞান যা গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ এবং তা যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ -

6. গবেষণা ও তদ-সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ যে প্রতিষ্ঠানে হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ -

7. ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান-এর বিবরণ যাদের কাছে গবেষণার ফল হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক -

8. হস্তান্তরিত গবেষণার ফল বাণিজ্যকরণ হলে যে আর্থিক, জৈবকারীগরী, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ আশা করা হচ্ছে, যা ব্যক্তির / সংস্থার প্রাপ্য হতে পারে তার বিস্তারিত বিবরণ -

9. গবেষণার ফল হস্তান্তরের ফলে যে আর্থিক, জৈবকারীগরী, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ যা আবেদনকারী আশা করছেন বা লাভ করতে পারেন তার বিস্তারিত বিবরণ -

10. আবেদনকারী, যিনি গবেষণার ফল হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক, তাঁর ও প্রাপকের মধ্যে যদি কোন চুক্তি বা বোঝাপড়া (MoU) হয়ে থাকে তবে তার বিস্তারিত বিবরণ -

ঘোষণাপত্র

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই আবেদনে লেখা সকল তথ্যই সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্যের জন্য দায়ী থাকবো।

স্বাক্ষর

স্থান — নাম

তারিখ — পদমর্যাদা

নিদর্শ (Form) - 3

(18নং নিয়ম দেখুন)

মেধা সমপদের অধিকার পাবার জন্য জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিকট আগাম অনুমোদনে আবেদন পত্র।

1. আবেদনকারীর সমপূর্ণ বিবরণ -
   (1) নাম
   (2) ঠিকানা
   (3) পেশার বিস্তারিত বিবরণ
   (4) প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করুন)
2. আবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ যার জন্য মেধা সমপদের অধিকার চাওয়া হচ্ছে।
3. আবিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত জৈব সমপদ এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান যা ব্যবহৃত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ -
4. আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জৈব সমপদ যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার ভৌগলিক অবস্থানের বিবরণ -
5. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাচীন জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ এবং তা যে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ -
6. যে প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ -
7. আবিষ্কার বাণিজ্যকরণের জন্য আবেদনকারী যে আর্থিক, জৈবকারিগরী, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ আশা করেন বা পেতে পারেন তার বিস্তারিত বিবরণ -

ঘোষণাপত্র

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই আবেদনে লেখা সকল তথ্যই সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্যের জন্য দায়ী থাকবো।

স্বাক্ষর

স্থান — নাম

তারিখ — পদমর্যাদা

নিদর্শ (Form) - 4

(19 নং নিয়ম দেখুন)

জৈব সমপদ ও সংশ্লিষ্ট প্রাচীন জ্ঞান সংগৃহীত হবার পর তা তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তরের অনুমতি পাবার জন্য জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পত্র।

1. আবেদনকারীর সমপূর্ণ বিবরণ -
   (1) নাম
   (2) ঠিকানা
   (3) পেশার বিস্তারিত বিবরণ
   (4) প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করুন)

2. সংগৃহীত জৈব সমপদ ও তৎসমপর্কিত প্রাচীন জ্ঞান-এর বিস্তারিত বিবরণ -
3. সংগ্রহ চুক্তির পূর্ণ বিবরণ (অনুলিপি যুক্ত করতে হবে)
4. লাভ সমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং লাভের বন্টনের ব্যবস্থা / পদ্ধতি যা এ পর্য্যন্ত রূপায়িত হয়েছে তার বিবরণ-
5. যাকে সংগৃহীত জৈব বস্তু / তৎসমপর্কিত প্রলব্ধ জ্ঞান হস্তান্তর করতে চাওয়া হচ্ছে সেই তৃতীয় পক্ষের সমপূর্ণ বিবরণ-
6. তৃতীয় পক্ষকে প্রস্তাবিত হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে -
7. সংগৃহীত জৈব বস্তু এবং তা সমপর্কিত জ্ঞান হস্তান্তর করলে যে আর্থিক, সামাজিক, জৈব কারিগরী, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লাভ তৃতীয় পক্ষ আশা করেন বা পেতে পারেন তার বিস্তারিত বিবরণ -
8. তৃতীয় পক্ষ এবং আবেদনকারীর মধ্যে কোন চুক্তি হয়ে থাকলে তার সমপূর্ণ বিবরণ -
9. সংগৃহীত জৈব বস্তু ও তৎসমপর্কিত জ্ঞান তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করলে প্রত্যাশিত সুফল যা ভারতীয় সমাজে বা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে বর্ত্তাতে পারে -
10. তৃতীয় পক্ষ প্রস্তাবিত হস্তান্তর করলে লাভের বন্টনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতি কি হবে -
11. অন্য কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য -

ঘোষণাপত্র

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আবেদনপত্রে সরবরাহ করা তথ্যাদি জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক এবং আমি / আমরা কোন মিথ্যা ও ভুল তথ্যের জন্য দায়ী থাকব।

স্বাক্ষর

স্থান   নাম

তারিখ   পদমর্যাদা

নিদর্শ (Form) - 5

[23(1) নং নিয়ম দেখুন]

আপীল আবেদনের নিদর্শ

[Form of Memorandum of Appeal]

..........................পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, নয়া দিল্লী, সমীপে

বা

জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

(যা প্রযোজ্য হবে)

(জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002-এর 50 নং ধারা অনুযায়ী আপীলের স্মারকলিপি)

আপীল নং ....200 ....

....

.... আপীল আবেদনকারী (আবেদনকারীরা)

বনাম

....

.... বিবাদী (বিবাদীরা)

(এখানে কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা / পর্ষদের পদমর্যাদা
যা প্রযোজ্য তা লিখুন)

আপীল আবেদনকারী .... তারিখে বিবাদী (বিবাদীরা) কর্তৃক জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত তথ্য ও আধারের ভিত্তিতে আপীলের স্মারকলিপি বিবেচনার জন্য রাখছে -

1. তথ্য (Fact) -

(এখানে সংক্ষেপে বিবাদ বিষয়ক ঘটনার বিবৃতি)

2. আধার (Ground)-

(এখানে যে আধারের ভিত্তিতে আপীল করা হল তার বিবৃতি)

(1)

(2)

(3)

3. প্রতিকার যা চাওয়া হচ্ছে

(1)

(2)

(3)

4. প্রার্থনা

(ক) উপরে বিবৃত বর্ণনার আলোকে আবেদনকারী যথাযথ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রার্থনা করে যেন বিবাদীর আপত্তিকর আদেশ বাতিল করা হয় বা সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

(খ) বিবাদীর কর্তৃক তৈরা করা নীতি /নির্দেশাবলী / নিয়মাবলী যেন বাতিল ঘোষণা / সংশোধন / আংশিক পরিমার্জনা হয় .... পর্যন্ত

(গ)

....

আপীল আবেদনকারীর স্বাক্ষর

স্থান — শীলমোহর সহ

তারিখ — ঠিকানা

ঘোষণা

(Verification)

আমি, আপীল আবেদনকারী এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

.... দিন .... মাস........................ সাল।

আপীল আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(শীলমোহর সহ)

ঠিকানা

আপীল আবেদনকারীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর

সংযুক্তি - (1) আদেশনামার শংসিত অনুলিপি বা নিদর্শের শংসিত অনুলিপি বা নীতি সিদ্ধান্ত ঘোষণার অনুলিপি - যার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে।

নিদর্শ (Form) - 6

[23(5) নং নিয়ম দেখুন]

.... পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, নয়া দিল্লী, সমীপে

বা

জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ

(যা প্রযোজ্য হবে)

আপীল নং ....200 ....

মধ্যে

....

.... আপীল আবেদনকারী (আবেদনকারীরা)

বনাম

....

.... বিবাদী (বিবাদীরা)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হল যে, উপরোক্ত আপীল আবেদন যা আদেশের / নির্দেশের / নীতি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে (বিস্তারিত লিখতে হবে) করা হয়েছে, ...তারিখে .... স্থানে শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে।

আপীল আবেদন-এর স্মারকলিপির অনুলিপি ও অন্যান্য সংযুক্তি পত্রাবলী এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আপনার জ্ঞাতকরণের জন্য পাঠানো হল।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যদি আপনি শুনানীর নির্দিষ্ট দিনে এবং পরবর্ত্তী শুনানীর দিনগুলিতে অনুপস্থিত থাকেন তবে আবেদনপত্রটী এক তরফা সিদ্ধান্ত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপীল আবেদন গ্রহণকারীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী

(শীলমোহর সহ)

তারিখ

স্থান

নিদর্শ (Form) স্থ 7

[24(1) নং নিয়ম দেখুন]

বিজ্ঞপ্তির ফর্ম বা নিদর্শ

প্রাপ্তি রসিদ ব্যবস্থা সহ রেজিস্ট্রী ডাক যোগে প্রেরিত

শ্রী ....

....

...., -র নিকট থেকে

প্রতি

....

....

....,

বিষয় - জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002 এর 61(b) ধারামতে বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002 ভঙ্গ করে একটী অপরাধ নিম্নলিখিত আইনভঙ্গকারী ....দ্বারা সংঘটিত হয়েছে / সংঘটিত হতে চলেছে ....

2. আমি / আমরা জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002 -এর 61(b) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে 30 দিনের বিজ্ঞপ্তি জারী করছি যে, আমি / আমরা জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002-এর ধারা ভঙ্গের জন্য ....-এর বিরুদ্ধে মহামান্য আদালতে অভিযোগ জানাতে চলেছি।

3. আমার / আমাদের এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আমি / আমরা প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত নথি যুক্ত করলাম।

স্থান স্বাক্ষর

তারিখ

ব্যাখ্যা -

(1) যদি বিজ্ঞপ্তিটি কোন কোমপানীর নামে জারী করা হয় তবে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির ঐ কোমপানীর তরফে স্বাক্ষরের অধিকারের প্রামান্য নথি অবশ্যই সঙ্গে দিতে হবে।

(2) আইন ভঙ্গকারীর নাম ও ঠিকানা দিতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কোন জৈব সমপদ / জ্ঞান / গবেষণা / জৈব সমীক্ষা এবং জৈবব্যবহার / মেধা সমপদের অধিকার / পেটেন্ট ব্যবহার করা হয় তবে তার বিস্তৃত বিবরণ ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের (যদি কিছু থাকে) তথ্য দিতে হবে।

(3) আইন ভঙ্গ / অপরাধের তদন্ত করার জন্য ছবি, কারিগরী রিপোর্ট ইত্যাদি প্রামান্য নথি হিসাবে দিতে হবে।

[নং J -22018/57/2002 - CSC(BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রক নয়া দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সমূহ

S.O. 1146 (E) - জৈব বৈচিত্র আইন, 2002 (2003 এর 18 নং) -এর ধারা 1 এর উপধারা (3) -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার 1st অক্টোবর, 2003 তারিখ থেকে এই আইনের নিম্ন লিখিত ধারাগুলি বলবৎ করছেন, যথা ধারা 1 এবং 2, ধারা 8 থেকে 17 (উভয় ধারাই ধরা হবে), ধারা 48, 54, 59, 62, 63, 64 এবং 65 ।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]
দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

G.S.R.779(E) - জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002 (2003 এর 18 নং) -এর ৬২নং ধারার উপ-ধারা (1) ও (2) (স) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত নিয়ম জারী করছেন, যথা চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং চাকুরীর শর্তের নিয়মাবলী, 2003 যা 1st অক্টোবর, 2003 থেকে বলবৎ হবে।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]
দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

S.O. 1147(E) - জৈব বৈচিত্র্য আইন 2002 (2003 এর 18 নং) -এর ধারা 8 এর উপধারা (1) এবং (4)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা 1st অক্টোবর, 2003 থেকে উক্ত আইনের প্রয়োগহেতু ‘জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্তৃপক্ষ’ নামে একটী সংস্থা স্থাপিত বলে ঘোষণা করেছেন যা নিম্নলিখিত সদস্য দ্বারা গঠিত হবেঃ 8 নং ধারার (4) নং উপধারার clause (a) অনুযায়ী একজন সদস্য চেয়ারপারসন হিসাবে 1st অক্টোবর, 2003 থেকে।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]
দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

S.O 497(E) - জৈব বৈচিত্র্য আইন 2002 (2003 এর 18 নং) এর 8 নং ধারার উপধারা (1) ও (4), জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (বেতন, ভাতা এবং চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের চাকুরীর শর্ত) নিয়মাবলী, 2003 এর নিয়ম (5) এর উপ নিয়ম (1) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত বেসরকারী সদস্যবৃন্দকে নিয়োগ করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি নং S.O. 1147(E) যা 1st অক্টোবর, 2003-এ প্রকাশিত তা 15 এপ্রিল, 2004 থেকে অর্থাৎ যে দিন সরকারী গেজেটে এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হয়েছে সেদিন থেকে পরিবর্ত্তন করছেন ।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

G.S.R.261(E)- জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002 এর 62নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (চেয়ারপারসন ও অন্যান্য সদস্যবর্গের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্ত) নিয়মাবলী, 2003 -কে বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত নিয়মাবলী 15 এপ্রিল, 2004 থেকে চালু হবে ব্যতিক্রম হবে শুধু এই নিয়মাবলী চালুর পূর্বে যা কিছু করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে।

[F নং J 22018/57/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।

S.O.753(E)- জৈব বৈচিত্র্য আইন, 2002 (2003 এর 18 নং)-এর 1নং ধারার (3)নং উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা স্থির করছেন যে, 2004 সালের জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে নিম্নলিখিত ধারাগুলির বলবৎ হবে, যথা - 3 থেকে 7 নং (উভয় ধরে) ধারা, 18 থেকে 48 (উভয় ধরে) নং ধারা, 49 থেকে 53 (উভয় ধরে) নং ধারা, 55 থেকে 58 (উভয় ধরে) নং ধারা এবং 60 ও 61 নং ধারা ।

[F নং J 22018/46/2003-CSC (BC)]

দেশ দীপক ভার্মা, যুগ্ম সচিব।